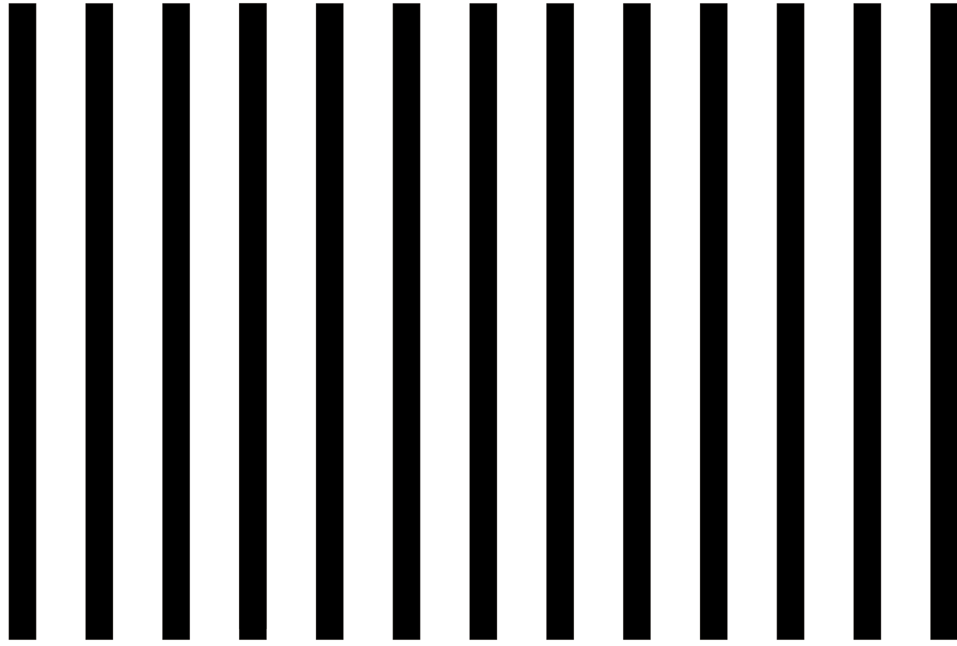
ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রাসারিত হয়েছে ?



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রাসারিত হয়েছে ?



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

ঃঃ প্রকাশনায় ঃঃ

আইডিয়া প্রকাশনী

Islam Ki Tarabarir Jore Prosarita Hoyeche ?
Written by Muhammad Abdul Alim

ঃঃপ্রকাশনায় ঃঃ
আইডিয়া প্রকাশনী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আশিক ইকবাল
ময়ুরেশ্বর, বীরভূম,
মোবাইল ঃ +৯১ ৭৫০১৮৭৯৬৬৮
ই-মেইল ঃ www.iqubal@gmail.com

উৎসর্গ

সর্বকালের মহান শাসক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট মুজাদ্দিদ, কওম ও মিল্লাতের গৌরব, মোঘল সম্রাজ্যের সুমহান শাসক, হযরত মাওলানা হাফিয আওরঙ্গজিব (রহঃ) -এঁর প্রতি এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি উৎসর্গ করলাম, যাঁর জন্য কিছু কুচক্রী সংকীর্নমনা ঐতিহাসিক বলে থাকেন যে, তিনি জোর জবরদস্তি করে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রসার করতে চেয়েছিলেন ।

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ১৫ আগষ্ট ২০১২ (৪০০ কপি)
First Print: 15st August 2012 (400 Copy)
Compose and PDF Creater Mohd. Abdul Alim (Auther of this Book)

মূল্য : ২০/- (কুড়ি টাকা)

Islam Ki Tarabarir Jore Prosarita Hoyeche? Written by Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 15st August 2012 Published By Idea Publication, Mayureswar, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 20/- (Twenty Rupise Only)

পশ্চিম বঙ্গের সরজমিনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহু গ্রন্থ প্রণেতা, ক্ষুরধার যুক্তিপূর্ণ তেজস্বী বক্তা, বিরোধীপক্ষের মুন্ডপাতকারী যশস্বী তর্কবাগীশ (মুনাযিরে আহলে সুন্নাত), ক্বাতিলে শির্ক ও বিদ্আত, মাদ্রাসা দ্বীনে হানিফের শিক্ষক জনাব হযরত মাওলানা নজরুল হক সাহেবের

সুচিন্তিত অভিমত

স্নেহধন্য গ্রন্থকার মুহাম্মাদ আব্দুল আলিমের 'ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে ?' নামক পুস্তিকাটির পান্ডুলিপিখানি পাঠ করে আমি খুব মুগ্ধ হলাম । প্রচলিত পক্ষপাত-দুষ্ট ইতিহাসে ইসলাম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বহু ভূল তথ্য পরিবেশন করেছেন । ফলে জন - মানসে এমন একটি কুধারণার সৃষ্টি হয়েছে, যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভীষনভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে । উদীয়মান লেখক তাঁর বইটিতে পৃথিবীর খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের ইসলাম গ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ ও তথ্য - ভিত্তিক এমন আলোচনা করেছেন, যাতে ঐ সমস্ত ভূল তথ্যের দাঁতভাঙ্গা জবাব বিদ্যমান । আলোচনাটি সত্যিই চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ হয়েছে - সেকথা বলাই বাহুল্য । সহজ সরল বাংলা ভাষায় এইরকম একখানি পুস্তকের এতদিন অভাব ছিল । সেই অভাব তিনি পূরণ করেছেন বলে আমার পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ । বইটির বহুল প্রচার কামনা করি । আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আরও বই লেখার তওফিক দান করুন - আমীন ।

বিনীত

(মাওলানা) নজরুল হক

খাদিম, মাদ্রাসা দ্বীনে হানিফ,
কুইঠা-সেলারপুর-সাহাপুর, বীরভূম
তাং- ১৫/০৮/২০১২

ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রাসারিত হয়েছে ?

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং একমাত্র উপাস্য । যিনি সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দেন, জীবন ও মৃত্যু দেন, সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন, হাসান ও কাঁদান, ধ্বনী ও দরিদ্র করেন, উপকার ও অপকার করেন, যিনি প্রাণীকে এক বিন্দু অপবিত্র পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি মানুষকে ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর উপাসনা করার জন্য ।

তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মাদীনা আহমদ মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম, যিনি রাহমাতুল্লিল আ-লামিন, সাইদুল মুরসালীন, সাফিউল মুজনাবীন । যিনি মানব জাতির মুক্তির দিশারী, শান্তির দুত, মানবতার মূর্ত প্রতীক এবং কিয়ামতের দিন কঠিন হাশরের ময়দানে আমাদের মতো নিকৃষ্ট পাপীদের জন্য সুপারিশকারী । যাঁকে উদ্দেশ্য করে এই পৃথিবী সৃষ্টি, সমগ্র ব্রম্ভান্ডও সৃষ্টি করা হয়েছে, আর যাঁকে সৃষ্টি না করলে মহান আল্লাহ পাক নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রকাশ করতেন না ।

সালাম নিবেদন করি সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), সমস্ত ফেরেস্তা (আঃ), সমস্তা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ), সমস্ত তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন (রহঃ), চার মাযাহাবের চার ইমাম (রহঃ) এবং সমস্ত ওলী আওলিয়া-গওস-কুতুব (রহঃ)-এঁর প্রতি ।

সালাম নিবেদন করি, পীরানে পীর বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ)-এঁর প্রতি, খাজা মইনুদ্দীন চিশতী আজমীরী (রহঃ) এঁর প্রতি, শেখ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) এঁর প্রতি, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এঁর প্রতি, সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এঁর প্রতি, হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এঁর প্রতি, আল্লামা ইবনে

তাইমিয়া (রহঃ) এঁর প্রতি । যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ । এঁরা শিরক্-বিদ্আত, বদ রসম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এতই কট্টর ছিল যে, তাঁরা তাঁদের জ্বালাময়ী লেখনীর মাধ্যমে বিদ্আতী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভন্ড পীর ফকীর দরবেশদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছিলেন ।

'ইসলাম তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে' এই ভ্রান্ত মতবাদটি এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি, ঐতিহাসিক ও সাধারণ জনগণের নিকট সুপরিচিত । অথচ প্রকৃত ইতিহাস তা বলে না । ইসলাম কখনোই তরবারীর দ্বারা প্রসারিত হয়নি । এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য । আর এই সত্য প্রমাণ করার জন্য এই পুস্তক লিখতে আরম্ভ করছি এবং করলাম ।

পাঠকদের জানিয়ে রাখি, মানুষ মাত্রেই ভূল হয় । পুরো সৃষ্টি জগতে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কেউ ত্রুটিমুক্ত নয় । তাই এই বইয়ের মধ্যে ভূল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া কোন বিচিত্র নয় । তাই পাঠকদের বলি, এই বইয়ের মধ্যে কোন ভূল-ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে, তাহলে আমাকে জানাবেন, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ।

ইতি-

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
শালজোড়, বীরভূম
দুরালাপনী - +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

ঐতিহাসিকদের চক্রান্ত

পৃথিবীতে বিকৃত ইতিহাস পরিবেশন করার জন্য খ্রীষ্টান জাতি তথা ইংরেজরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী । তাঁরা তাঁদের কুটনৈতিক জ্ঞান ও সুদুরপ্রসারী চিন্তাধারার মাধ্যমে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলে যে অপপ্রচার করেছেন তাতে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন । একথা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন - ইতিহাসে ভেজাল দিয়েই মানুষকে অন্ধকারে আবদ্ধ রাখা সম্ভব । আর মানুষকে জালিয়াতির অন্ধকারে আবদ্ধ করে রাখলেই তাঁরা তাঁদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য যত জাল ইতিহাস রচনা করেছেন তাদের মধ্যে একটি হল, **'ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে'** ।

"আসলে মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুশাসিত ইসলামের আকস্মিক উত্থান এবং নাটকীয় বিস্তৃতি মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাসে একটা বিরাট চমকপ্রদ অধ্যায় ।"[১] এই কঠিন বাস্তব সত্যকে ইসলাম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকরা সহ্য করতে পারেন নি । "নূতন বিশ্বাসে ঐকান্তিক আগ্রহ সমন্বিত আরব মরুভূমির অপেক্ষাকৃত ছোট, একটা বেদুইন দলের নিকট প্রাচীন কালের বৃহৎ সাম্রাজ্য অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে কিভাবে ধর্মান্তর গ্রহণ ও পরাজয় বরন করলো, তা ভাবলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় । সশস্ত্র অভিযানের বিরুদ্ধে মোহম্মদের শান্তিবানী প্রচারের অতুলনীয় ধর্মদিশারী ভূমিকা অবলম্বনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁর অনুসারীরা একদিকে ভারতের প্রান্তসীমানা থেকে অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে জয়যুক্ত করে তুলেছিলেন । দামেস্কের প্রথম খলিফারা এত বড় সাম্রাজ্য শাসন করতেন যে, দ্রুতগামী উটের সাহায্যে এমনকি পাঁচ মাসেও তা পার হওয়া যেত না । হিজরীর প্রথম শতাব্দীর শেষে আমিরুল মুমেনীনরা (বিশ্বাসীদের নেতা বা শাসকরা) পৃথিবীর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শাসনকর্তা ছিলেন ।.........জগতে যত অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, ইসলামের প্রসারতা তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । আগাস্টাসের রোমক সাম্রাজ্য বীর ট্রাজানের সাহায্যে পরবর্তী যুগে আরও বড় হয়েছিল । সাত শত বছর ধরে বিরাট ও বিখ্যাত জয়ের উপরেই তার ভিত গড়ে উঠেছিল, তার সমকক্ষতা লাভ করতে পারেনি । আলেকজান্ডারের রাজত্ব খলিফাদের সাম্রাজ্যের তুলনায় কিছুই নয় । প্রায় এক হাজার বছর পারস্য সাম্রাজ্য রোমের আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকেছিল কিন্তু দশ বছরেরও কম সময়ে ইসলামের শক্তির কাছে হার মানতে হয় ।"[২]

১) Historycal Role of Islam By M. N. Roy
২) Historycal Role of Islam By M. N. Roy

ইসলামের এই আকস্মিক উত্থান, নাটকীয় বিস্তৃতি ও অভিনব অলৌকিকত্বের ব্যাখ্যা আধুনিক কোন ঐতিহাসিক সুষ্ঠ মস্তিস্কে দিতে পারেন নি ।

“এর পূর্বে আরব রাষ্ট্রের হদিশ কেউ কোনদিন পায়নি, তাদের সুসংগঠিত সেনাবাহিনীরা রাজনৈতিক আদর্শের কথা কেউ কোনদিন শোনেনি । আরবরা ছিল কবি-স্বপ্ন-বিলাসী, তারা করতো যুদ্ধ আর ব্যাবসা । তারা রাজনীতির ধার ধারত না, যে ধর্মের পুজারী তারা ছিলো, তার মধ্যে একীকরণের কিংবা স্থিতির কোন শক্তিই কোনদিন তারা প্রত্যক্ষ করেনি । বহু দেবদেবীর উপাসনা করতো তারা - তাও অত্যন্ত জঘন্যভাবে । অথচ কিছুকাল পর এই অন্ধ অসভ্যেরাই জগতে একটা বৃহত্তম শক্তির অধিকারী হয়ে উঠলো - সিরিয়া এবং মিশর করলো জয়, পারস্যকে করলো পদানত এবং ইসলামে দীক্ষিত পশ্চিম তুর্কীস্তান এবং পাঞ্জাবের কতকাংশের উপর করলো অধিপত্ত বিস্তার । বাইজান্টাইন এবং বেরবের জাতির (Berbers of Algeria) কাছ থেকে আফ্রিকা নিল ছিনিয়ে, আর স্পেন নিলো ভিসিগথদের কাছ থেকে কেড়ে । পশ্চিম কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব ফ্রান্স তাদের ভয়ে কেঁপে উঠলো । আলেকজান্দ্রিয়া ও সিরিয়ার বন্দর গুলিতে তাদের জাহাজ হলো তৈরী, ভুমধ্য সাগরে নির্ভয়ে করলো চলাফেরা, গ্রীক দ্বীপগুলোকে করলো লুণ্ঠ আর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের নৌশক্তিকে জানালো প্রতিদ্বন্দিতার আহ্বান । আকমাত্র পারস্যবাসীরা ও অ্যাটলাস পার্বত্য অঞ্চলে বেরবের-রা ছাড়া তাদের তেমন কোন বাধাই কেউ দিতে পারলো না । এত সহজে তারা কৃতকার্য হলো যে, অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে এই প্রশ্নই সকলের মনে জাগলো - সত্যি তাদের এই অবাধ জয়ের পথে আর কোন বাধাই দেওয়া যাবে না । ভুমধ্য সাগরের উপর রোমকদের আধিপত্ত গেল নষ্ট হয়ে । যুরোপের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারা খ্রিষ্টজগৎ প্রাচ্যের এক নবীন বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত নূতন প্রাচ্য সভ্যতার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো ।”[৩]

ইসলামের এই বিস্ময়কর নাটকীয় বিস্তৃতিকে লক্ষ্য করে মানবেন্দ্র নাথ রায় বিস্ময় প্রকাশ করে আরও লিখেছেন, “এ যেন এক ভীষন ঐন্দ্রজালিক কান্ড । কিভাবে এতবড় আজগুবি ব্যাপার সম্ভব হলো - এ প্রশ্নের মিমাসংশা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা আজও হতভম্ব হয়ে যান ।”[৪]

কিভাবে এতবড় আজগুবি ব্যাপার সম্ভব হলো - এ প্রশ্নের মিমাংশা করতে না পেরেই তথাকথিত ইসলাম বিদ্বেষী ছিটিয়াল ঐতিহাসিকরা এ কথা গায়ের জোরে প্রচার করতে থাকেন যে, ‘ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে ।’ এ ধরণের

৩) A History of Europe By H.L.A. Fisher (P.P.-137-8)
৪) Historycal Role of Islam By M. N. Roy

প্রমাণবর্জিত মনগড়া এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত মন্তব্য ও ব্যাখ্যায় ঐ সব ভূঁইফোড় ঐতিহাসিকরা নিজেদের জালিয়াতিকে মনুষ্যসমাজে টিকিয়ে রেখেছেন । কিন্তু সত্য কোনদিন দীর্ঘকাল ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না, তা বর্তমান নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করে দিয়েছেন এবং তথাকথিত ইসলাম বিদ্বেষী ছিটিয়াল ঐতিহাসিকদের মুখোশ জনসমক্ষে উন্মোচন করে দিয়েছেন ।

ইসলাম প্রসারের কারণ

‘‘আরব ব্যাবসায়ী অর্থনৈতিক স্বার্থ সঞ্জাত এই একেশ্বর-বাদীতার অযথা রক্তপাতের বিরোধী ছিলো । ব্যাবসা বানিজ্যের পথ যেসব দেশ দিয়ে গিয়েছে, সেগুলোকে জয় করে অখন্ড আরব রাজ্যের মধ্যে আনতে হবে । বিজিত জাতি যধি নতুন ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে সে উদ্দেশ্য আরও ভালভাবে সিদ্ধ হবে - কেননা তখনই এক বিরাট একেশ্বরবাদী রাষ্ট্রও এক দৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠবার সুযোগ পাবে । পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন আর তার বন্টন (Onsumption) ব্যাবসায়ে অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ । সে কারণেই কোরআনকে না মানার অপরাধ কৃষক বা শ্রমিক সাধারণকে হত্যা করা কিংবা ঐশ্বর্য্যশালী নগরগুলোকে ধ্বংস করা ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকায় সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল । এই নব ধর্মমতের বিশ্বাসীদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করানোই ছিল তাদের বড় কথা । আল্লাহর রসুলের অনুচরদের অধীনে অবিশ্বারীরা নিজেদের ধর্ম বজায় রাখতে পেরেছে আর পেরেছে নিজেদের বিকৃত পুজার্চনাও চালিয়ে যেতে ।’’[৫]

জেরুজালেম যখন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) - এর কাছে আত্মসমর্পন করে, তখন বিজিত নগরীর অধিবাসীদের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি তাদেরই অধীনে ছিল আর তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও ক্ষুন্ন হয়নি । খ্রীষ্টনদের ধর্মযাজক ও গোষ্ঠীপতিসহ বসবাসের জন্য নগরের অংশবিশেষ ছেড়ে দেওয়া হলো । আর এই আশ্রয় দেওয়ার জন্য খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সামান্য স্বর্ণমুদ্রা কর হিসাবে ধার্য করা হয়েছিল । বিজয়ী মুসলমানরা পবিত্র নগরী জেরুজালেম খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য তীর্থযাত্রার অধিকার ক্ষুন্ন তো করেই নি বরং তীর্থযাত্রার জন্য আগ্রহই প্রদর্শন করেছে । এরপর চারশত আট বছর পরে যখন জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের অধীনে ফিরে এলো, তখন ‘‘প্রাচ্যের খ্রীষ্টানেরাই আরবীয় খলিফাদের সদাশয় গভর্ণমেন্টের অবসানে যথেষ্ট দুঃখবোধ করেছিল ।’’[৬]

৫) Historycal Role of Islam By M. N. Roy
৬) Decline and Fall of the Roman Empire By Gibbon

মানবেন্দ্র নাথ রায় লিখেছেন, “এক আল্লাহর একনিষ্ঠ সেবকদের কাছে জরথুস্টের প্রাচীন ধর্ম আর তার ‘ভালো’ ‘মন্দের’ চিরন্তন সংঘর্ষমূলক মারাত্মক দৈত্যনীতি বিশেষ অপ্রীতিকর ছিলো । তবুও বিজয়ী আরবদের সহনসীলতা থেকে উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী পারসীরা একেবারে বঞ্চিত হয়নি । হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীতেও সাধারণ মসজিদের পাশে অগ্নি দেবতার প্রাচীন মন্দির জাঁকজমকের সঙ্গেই সোভা পেয়ে এসেছে । ইসলামের তলোয়ারের আক্রমণে প্রাচীন ধর্ম - বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির চুড়া ধ্বংস হয়নি । ধ্বংস ও অবলুপ্তি হয়েছিল তার পুজারী ও উপাসকদের মন্দির ত্যাগের দরুনই । টাইগ্রিস থেকে ওক্রাস পর্যন্ত এই বিশাল ভূখন্ডের অধীবাসি পারসীরা যে বিস্ময়কর তৎপরতার সঙ্গে বিনা দ্বিধায় যেভাবে তাদের আবহমানকালের ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে এই বিজয়ীদের (মুসলমানদের) ধর্ম গ্রহণ করেছে, কোন রকমের বলপ্রয়োগের দ্বারা তা সম্ভবপর হতো না ।”[৭]

তিনি আরও বলেছেন, “প্রাচীন বিশ্বাসে ঘুন ধরে গিয়েছিল । এটা সুসংস্কৃত ও আলোকসম্পন্ন জাতির আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তা আর মেটাতে পারছিল না । ‘সুর্য ও অগ্নির’ আলোকোজ্জ্বল দীপ্তি ‘আহরিমানে’র আপাত প্রায় ভীতিপ্রদ ছায়ায় রাহুগ্রস্ত হতে বসেছিল । তাই পারস্যের জনগন অনন্ত কল্যানকারী নীতির ঘোর অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির বানীবাহক হিসাবে মোহম্মদের সহজ একেশ্বর-বাদীতাকে গ্রহণ করে নেয় । আলেকজান্দ্রীয়া থেকে কার্থেজ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকাই একমাত্র অঞ্চল, যেখানে ইসলামের প্রসারের সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । কিন্তু সেখানেও এই যুগান্তকারী ধর্ম - বিপ্লবের কারণ নতুন ধর্মের সহনসীলতার অভাব নয়, পুরাতন ধর্ম - বিশ্বাসের জীর্নতাপ্রাপ্তি আর তা অবশ্যম্ভাবী বিশৃঙ্খলার পরিণতিতে ।”[৮]

তাই মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, “আরবের উন্নতি এবং প্রসার একমাত্র তলোয়ারের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল - এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত । তরবারী একটা জাতীয় জীবনে স্বীকৃত মতবাদ হয়তো বদলে দিতে পারে কিন্তু একথা খুবই সত্য, তা কোনদিনই মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে না ।”

জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, “যেখানেই আরবরা খ্রীষ্টানদের কোন জাতিকে পরাজিতে পরাজিত, তার প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইতিহাস দুর্ভাগ্যক্রমে প্রমাণ করে দেয় যে, বিজিত জাতির জনগণ ইসলামের দ্রুত প্রসারের প্রতি সাহানুভূতি জানিয়েছে । অধীকাংশ খ্রীষ্টান সরকার সমূহের অবশ্য লজ্জার কথা যে, বিজয়ী আরবদের শাসন - প্রনালীর তুলনায় তাদের শাসন - প্রনালী ছিলো মিশরীয় খ্রীষ্টানদের তাদের দেশকে

৭) Historycal Role of Islam By M. N. Roy
৮) Historycal Role of Islam By M. N. Roy

আরবদের অধীনে নিয়ে যেতে প্রভূত সাহায্য করলো আর খ্রীষ্টান বেরবেররা মুসলমানদের আফ্রিকা বিজয়ে তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে । কনস্টান্টিনোপল সরকারের বিরুদ্ধে এই জাতিগুলোর যে তীব্র ঘৃনা, তারই ফলে তারা মুসলিম শাসনকে বরন করে নিলো আর অভিযাতদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সাধারণ উদাসীনতা স্পেন ও দক্ষিন আফ্রিকাকে আতি সহজেই পদানত করে দিলো ।'' (History of the Byzantine Empire) সুতরাং ঐতিহাসিক মানদন্ডের বিচারে একথা বলা যায়, ইসলাম কোনদিনই তরবারির জোরে প্রসারিত হয়নি । এ ইতিহাস নিতান্তই ভ্রান্ত-প্রমাণ-বর্জিত চক্রান্ত মার্কা ফুটো ইতিহাস । আর এই চক্রান্ত মার্কা ফুটো ইতিহাসের গোলক ধাঁধার প্যাঁচালো জটিল ফাঁদে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মহাপুরুষও (?) ফেঁসে গিয়েছেন, যেহেতু তাঁর মতো মহৎপ্রাণ ব্যাক্তিও ইশরেজদের শিক্ষা দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । তিনি ড. ব্যালেন্টাইনের শিক্ষা ব্যাবস্থার অভিমতে এক জায়গায় লিখেছেন,

''আরব সেনাপতি আমরু আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় করিয়া খলিফা ওমরকে যখন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার ব্যাবস্থা কি করা যাইতে পারে, তখন খলিফা উত্তর দিলেন, গ্রন্থশালার গ্রন্থগুলি কোরআনের মতের অনুযায়ী না বিরুদ্ধ । যদি অনুরুপ হয়, তো এক কোরআন থাকিলেই যথেষ্ট, আর যদি বিরুদ্ধ হয়, তো গ্রন্থগুলি নিশ্চয় অনিষ্টকর । অতএব ওগুলি ধ্বংস কর ।''[৯]

অথচ প্রকৃত ইতিহাস তা বলে না । এর জবাবে আমেরিকার প্রিন্সটল ইউনিভার্সিটির সেমেটিক সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ফিলিপ. কে. হিট্টি লিখেছেন,

''এমন এক কাহিনী প্রচলিত আছে যে, খলিফার নির্দেশ মেনে আমর (আমরু) নাকি ৬ মাস ধরে আলেজান্দ্রিয়ার অসংখ্য স্নানাগারে মুল্যবান সব বই ফেলে দিয়েছিলেন । এই কাহিনী নিয়ে উপন্যাস হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে তা ভূল । জুলিয়াস সিজার খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮ অব্দে গ্রীক জ্যাতির্বিদ্যা সংক্রান্ত এক গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেন । পরে ৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট থিও দোসিয়াসের ইন্ধনে অন্য একটি সহযোগী গ্রন্থগার ধ্বংস করে দেওয়া হয় । এরপর আরবরা আলেকজান্দ্রিয়া দখল করার পর সেখানে সেই উমারের বিরুদ্ধে গ্রন্থাগার নষ্টের কোন অভিযোগ তোলেননি । আবদ - আল - লতিফ আল বাগদাদী (আল - ইয়াফা ওয়াল ই'তিবার সম্পাদনা ও অনুবাদ (লাতিন) জে. হোয়াইট/অক্সফোর্ড, ১৮০০, ১১৪ পৃঃ) হিজরী সন ৬২৯ অব্দে (১২৩১) মারা যান । সম্ভবত তিনিই এই আজগুবি

৯) বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ভূমিকা ঃ শ্রী প্রমথনাথ বিশী

কাহিনী রটান । অবশ্য কেন তিনি এমন প্রচার করেন, জানা জায়নি । তবে তার বক্তব্য পরবর্তীকালে লেখকরা তার অতিরঞ্জিত করেছেন ।”[১০]

সুতরাং হযরত উমার (রাঃ) এর নির্দেশে আমর কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থগার ধ্বংস করার কাহিনী নিতান্তই বানোয়াট । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, বিদ্যা মুসলমানের হারানো সম্পদ । অর্থাৎ যেখানেই বিদ্যা বা জ্ঞান আছে, মুসলমানরা সেখানেই তা নিজের বলে আঁকড়ে ধরবে । তিনি আরও বলেছেন, জ্ঞান সাধকের কলমের কালি শহীদের রক্ত অপেক্ষা অধিক মূল্যবান । জ্ঞানীর নিদ্রা অশিক্ষিত ব্যাক্তির উপাসনা অপেক্ষা উত্তম, কারণ জ্ঞান ব্যাতিত উপাসনা বিক্ষিপ্ত ধুলারাশির মতো এবং সংযম ব্যাতিত জ্ঞান ঝড়ের দিনে ঝঞ্ঝা - তাড়িত ভষ্মের মতো । তিনি আরও বলেছেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যাও । দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অর্যন করো । সেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)- এর অনুসারী হযরত উমার (রাঃ) কিভাবে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দিতে বলেছিলেন, তা আমাদের বুঝে আসে না । পকৃত ইতিহাস বলে, আলেকজান্দ্রিয়া জয় করার পর মুসলমানরা সেই দিনের জ্ঞান সংরক্ষণ করেছিলেন এবং সেই জ্ঞানের সাথে নিজেদের জ্ঞান মিলিয়ে নিয়েছিলেন । একথা আমরা সকলেই জানি, গ্রীসের সেই অমূল্য জ্ঞান ভান্ডার মুসলমানরাই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন । প্লেটো অ্যারিষ্টটলকে স্পেনে পৌছে দিয়েছিলেন । মুসলিমদের জ্ঞানে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে ইংরেজরা শিক্ষিত হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র নাথ রায় লিখেছেন, “Learning from the Muslim Europe become the leader of modern civilization……” অর্থাৎ মুসলিম শিক্ষার প্রভাবেই ইউরোপ অধুনিক সভ্যতার নেতা হতে পেরেছে ।[১১]

সুলতাম মাহমুদ কর্তৃক সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠিত হয়েছিল - একথা আজকাল খুব জোরে শোরে প্রচার করা হয় । সুলতাম মাহমুদ সোমনাথ মন্দির আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে বলে থাকেন, এ আক্রমণ হয়েছিল ধর্মীয় কারণেই । অথচ প্রকৃত ইতিহাস এর ব্যাপারে সমস্ত ধারণা একটিও সত্য বলে প্রমাণ করে না । তার ভারত আক্রমণ ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ব্যাপার । হিন্দুদের জলদস্যু দলের এক আড্ডাখানা ছিল সোমনাথ মন্দির, সিন্ধু উপকুলবর্তী এলাকায় আরব মুসলমান বনিকদের ধন-সম্পদ লুন্ঠন করে এনে তারা যে সোমনাথ মন্দিরে জমা করতো - আর সে জন্যই যে সুলতান মাহমুদের লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছিল ।

প্রত্যক্ষদর্শী বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল বিরুনী লিখেছেন, ‘‘বিদেশী বনিকদের কাছে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সামগ্রির বিক্রয় লব্ধ অর্থে যে সমস্ত হিন্দুরা ধনী হয়েছিল,

১০) History of Arabs By Philip K. Hitty
১১) Historycal Role of Islam By M. N. Roy

তাদের দানের প্রাচুর্য দিয়েই এই সমস্ত ধনরত্ন সঞ্চিত হয়েছিল ।'' অতএব সুলতান মাহমুদ ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণেই তিনি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, একথা আদৌ সত্য নয় । ঐতিহাসিক স্যার ডব্লিউ হেইগ বলেন, “His religious policy was based on toleration and through zealous for Islam. He maintained large body of Hindu troops and there was no reason to believe that conversion way a condition of their services.”

Prof. Irfan Habib বলেছেন, “The non_religious character his extedition will be abvious to the critic who has grasped the salient feathres of the age. It is impossible to read a religious motive in them.”

সুতরাং সুলতান মাহমুদ ধর্মীয় কারণে সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেননি । প্রকৃতপক্ষে সোমনাথ মন্দিরকে কোন মন্দিরই বলা যায় না । কারণ সোমনাথ মন্দিরে কোন দেবদেবীর পুজা করা হত না । তাই সেখানে মুসলমানদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ সুলতান মাহমুদ লুণ্ঠন করেছিলেন অর্থাৎ চোরের ঘরে চুরি করেছিলেন । আর চোরের ঘর থেকে নিজের অপহৃত সম্পদ চুরি করা কোন অপরাধ নয় ।

বাঁঝা ইতিহাস যাই বলুক, একথা স্বীকার করতেই হয়, সুলতান মাহমুদ এক মহান সম্রাট ছিলেন । তাঁর এই মহানতার জন্যই ঐতিহাসিক গীবন বলেছেন, “The Suntan of Gazani surpassed the limits of conquest of Alexander.” (Gibbon, Vol. VI, P.241)

Mr. Knee বলেছেন, “মাহমুদ যেমন বিরাট রাজ্য জয় করতেন, তেমনি বিজ্ঞতার সঙ্গে সুশাসন করতেও সক্ষম হয়েছেন ।” ডা. নাসিমও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রবন্ধ লিখে পি. এইচ. ডি উপাধি পেয়েছিলেন, তাতে তিনি লিখেছেন, ''মাহমুদ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা । Dr. William Hunter সাহেব History of India বইয়ে লিখেছেন, “There was a story….once extensively belived, but now discovered to be untrue…..the whole story about Muhammad and his breaking of the image is a fabrication….” অর্থাৎ এক সময়ে লোকে গল্পটই খুব বেশী বিশ্বাস করলেও এখনকার গবেষনায় এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাহমুদ এবং মুর্তী ভাঙার গোটা গল্পটাই সাজানো ।[১২]

সুতরাং সুলতান মাহমুদ হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না - এটা প্রমাণিত সত্য ।

১২) History of India By William Hunter

যাই হোক, ইসলাম যে তরবারির জোরে প্রসারিত হয়নি, একথা বলতে গিয়ে প্রফেসার গৌতম রায় লিখেছেন, "এক হাতে কাফেরের রক্তাপ্লুত তরবারি, অন্য হাতে কোরআন নিয়ে ঘোড় - সওয়ার তথাকথিত হিন্দু সমাজের সদর দরজা ভেঙে গায়ের জোরে ঢুকে পড়েছে, জনপ্রিয় এই দৃশ্য কল্পনাটি নিতান্তই অনৈতিহাসিক ।"[১৩]

তিনি আরও বলেছেন, "ইসলাম ভারতে প্রবেশ করে দ্রাবিড় ভূমির খিড়কি দরজা দিয়ে এবং একেবারে অন্দর মহলে ঢুকে পড়ে । ভারতীয় সমাজ তখন আকণ্ঠ অনাচারের পাঁকে ডুবে আছে । হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে ভূস্বামীরা হানাহনিতে ব্যাস্ত । শাস্ত্রের বিধি - নিষেধ, কুসংস্কারের বেড়ি, বর্ণ - বিদ্বেষের চোরাগলিতে আটকে গেছে সমাজের প্রগতি, নিঃশেষ হয়ে আসছে তার প্রাণশক্তি । বিভ্রান্ত জনগণ অপেক্ষা করে আছে নতুন প্রেরণা ও আদর্শের জন্য । তাই মুসলিম সাধক যখন উচ্চারণ করলেন ট্র 'কা - নান্নাসো উম্মাতান ওয়া - হে দাতান' অর্থাৎ সমগ্র মানবমন্ডলী এক অভিন্ন জাতি, ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান, তখন সেই বানী তাদের মর্মে বিঁধল । আচার সর্বস্ব, দেবতা বহুল, পুরোহিত নির্ভর, যাগযজ্ঞ ভারাক্রান্ত, স্বেচ্ছাচারী ব্রাম্ভন্যবাদের ক্ষয়িযুক্ত অবশেষ থরথর করে কাঁপতে লাগল, কেঁপে উঠল সমগ্র ভারতের অন্তরাত্মা । জীর্ন, জরাগ্রস্ত অসার, নিস্পদ হিন্দু সমাজে ইসলাম যে প্রাণের স্পন্দন জাগালো, তার ফল হল সুদুর প্রসারী, সাংস্কৃতিক সমন্বয়, রাজনৈতিক সংহতি ও সামাজিক উজ্জীবনের কেন্দ্র আমাবর্ত থেকে সরে এলো উপেক্ষিত দ্রাবিড় ভূমিতে, শুরু হল দক্ষিন ভারতের স্বর্ণযুগ ।

ইসলামই শঙ্করাচার্যকে চিনিয়ে দিল পথের দিশা, জাগালো শাস্ত্রীয় বিধির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনার প্রেরণা ।"[১৪]

সুতরাং চোখ বুজে বলা যায়, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়নি । স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "Even to the Mohammedan rule we own that blessing, the destruction of exlusive privilege. That rule was, after all, not had, nothing is all bad nothing is all good.

The Mohammedan conquerors of India come as salvation to the downtrodden, to the poor. That is why one fifth of our people have become Mohammedan. It is not the sword that did it all. It would be the height of madness to think it was all the work of sword and fire."[১৫]

১৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৯৮
১৪) স্বাধীনতার ফাঁকি - বিমলানন্দ শামসল
১৫) Selection from Swami Vivekananda. P 206

অর্থাৎ "মুসলমান শাসন অবস্থায় আমরা এই আশীর্বাদটুকু লাভ করেছিলাম ঃ সকল একচেটিয়া অধিকারের ধ্বংসসাধন । সেই শাসন ব্যাবস্থা বলতে গেলে খারাপ ছিল না, কোন জিনিসই সম্পূর্ণ খারাপ বা সম্পূর্ণ ভালো নয় । মুসলমানদের ভারত বিজয় নিপীড়িত ও দরিদ্র মুক্তির রুপ দিয়ে দেখা দিয়েছিল । সেজন্য আমাদের দেশে এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল । শুধু তরবারির সাহায্যে এটি সংগঠিত হয়নি । এটা একেবারে চরমতম উন্মাদের কাজ হবে, যদি ভাবা যায়, এই সবই ছিল তরবারী ও বহ্নি সংযোগের ফল ।"

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের কথা অনুযায়ী ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়নি । যাঁরা বলেন, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে, তাঁদেরকে স্বামী বিবেকানন্দ চরমতম উন্মাদ বলে অভিহিত করেছেন ।

ঐতিহাসিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত ইসলাম প্রসারের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "ব্রাম্ভন্যধর্মের ব্যাবহারিক দিকগুলোর চাপে কেরালার জনসাধারণ যখন মানুষ হিসেবে নিজেদের পরিচয় ভূলতে বসেছে, তখন ইসলাম ধর্মের আগমণ ও আহ্বন । এই আহ্বানে তারা প্রচন্ড উৎসাহে সাড়া দিল । এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল । 'তুহফাতুল মুজাহিদিন' এর লেখক জৈনুদ্দিন লিখেছেন, 'যদি কোন হিন্দু মুসলমান হতো, তাহলে তাকে এই (নিম্নবর্ণের) কারণে ঘৃনা করত না, অন্য মুসলিমদের সঙ্গে যে রকম বন্ধুত্ব নিয়ে মিশত, তার সঙ্গেও সেইভাবে মিশত ।' মানুষের মূল্য পাবে, সমাজে মানুষের মত ব্যাবহার পাবে - এটা ছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রধাণ কারণ ।"[১৬]

ঐতিহাসিক দাশগুপ্ত আরও লিখেছেন, "মেনে নেওয়া ভাল যে, শঙ্করাচার্য ইসলাম ধর্মের ভিত্তি ও বিস্তারি বক্তব্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন ।.....তাঁর আপোষহীন একেশ্বরবাদ ইসলাম ধর্মের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় ।......শঙ্করাচার্য ঐ সুনিশ্চিত একেশ্বরবাদ পেলেন কোথা থেকে ? সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হয় যে, এই সকল সুদৃঢ় একেশ্বরবাদ শঙ্করাচার্য ইসলাম হতেই পেয়েছিলেন ।.....শঙ্করাচার্য কথিত ঈশ্বরের সঙ্গে ইসলামের বর্ণিত আল্লাহর ভেদ নেই, অন্তর্নিহিত সত্যে উভয়ই এক ।"

ঐতিহাসিক বিজনবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের দ্বিতীয় শত্রু হইয়াছিল মুসলমান ধর্ম । এক শ্রেনীর লোক পীর ও তাপসগণের মহান ধর্ম প্রবনতায় আকৃষ্ট হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল ।"[১৭]

১৬) ভারতবর্ষ ও ইসলাম - সুরজিৎ দাশগুপ্ত
১৭) বৈষ্ণব সাহিত্য সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ - বিজন বিহারী মজুমদার

ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রসারের সবথেকে বড় ভূমিকা ছিল মুসলিম সাধু-সন্ত-সুফী-আওলিয়া-পীর-দরবেশদের, যা প্রত্যেক ঐতিহাসিক অকটপে স্বীকার করে গেছেন । আর এই মুসলিম সাধু-সন্ত-সুফী-আওলিয়া-পীর-দরবেশদেরা কখনোই এক হাতে তরবারি অন্য হাতে কুরআন নিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেননি । একথা নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন । ঐতিহাসিক জে. বি. বিউরী লিখেছেন, "প্রকৃত পক্ষে ইসলামের প্রচার সাধু-সন্ত-পীর-ফকিরদের মাধ্যমেই হয়েছে অর্থাৎ আমীর-ওমরাহ, রাজা-বাদশাহের চাইতে ধার্মিক মুসলমানরাই ইসলামের ব্যাপক প্রচার অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছিলেন ।"[১৮]

ঐতিহাসিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "এখানকার কোন কোন রাজবংশ ইসলাম ধর্মের আদর্শে প্রনোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং (তারা) ইসলামের প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে । এই বৈশিষ্ট ভারতবর্ষে অন্য কোন ইতিহাসে দেখান যায় না । বর্ণভেদ প্রথায় জর্জরিত নিম্নবর্ণের লোকেরা মানুষের মর্যাদা পাওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে ।"[১৯]

সুতরাং ইসলাম কখনোই তরবারির জোরে প্রসারিত হয়নি । ঐতিহাসিক গৌতম রায় লিখেছেন, "আসলে অসংখ্য ভারতীয় স্বেচ্ছায় ইসলাম বরণ করে নিয়েছে, এটা হজম করতে বর্ণহিন্দু সংস্কারে লালিত ঐতিহাসিকদের বাধে ।"[২০] তাই তারা ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মনগড়া ছেঁদো গল্প জোর কদমে প্রচার করার জন্য তাদের রক্ত শুকিয়ে গেছে ।

ঐতিহাসিক ডিলাইস ও লেরি লিখেছেন, "ইতিহাস হতে প্রকাশিত হয়েছে যে, গোঁড়া মুসলমানদের মনগড়া কাহিনী দুনিয়াতে প্রচারিত হওয়া ও ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হওয়া এক বিরাট অযৌক্তিক কল্পনা মাত্র । যেটা হয়তো কোন ঐতিহাসিক কোন সময় করেছে ।"[২১]

তিনি আরও বলেছেন, "সমস্ত ইতিহাসে প্রকাশ, যুদ্ধ-প্রিয় মুসলমানেরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে যাওয়া এবং বিজিত জাতিদের তলোয়ারের জোরে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করানোর মনগড়া লেখনি নির্ভেজাল মিথ্যা, অবান্তর এবং পাগলের কাহিনীর একটি কাহিনী । যেগুলি ঐতিহাসিকগণ বারবার সংশোধন করে আসছে ।"[২২]

১৮) History of Freedom of through by J.B. Beuri
১৯) ভারতবর্ষ ও ইসলাম - সুরজিৎ দাশগুপ্ত
২০) আনন্দবাজার পত্রিকা, অক্টোবর ২৯.১১.৮৭
২১) Islam at the cross Road
২২) Islam at the cross Road

তিনি আরও লিখেছেন, "মুসলমানগণ তাদের ধর্মের অগ্রযাত্রার পথে অস্ত্রের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে - এটা বাস্তবতাবিবর্জিত উদ্ভট পৌরানিক গল্প, যা ঐতিহাসিকরা বারবার উল্লেখ করেছেন ।"[২৩]

একটি সমীক্ষা

১) মুসলমানরা প্রায় আটশো বছর স্পেন শাসন করেছে । স্পেনে মুসলমানরা সেখানকার মানুষদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কখনোই তরবারী ব্যাবহার করেনি । কিন্তু পরবর্তীতে যখন খ্রীষ্টান ক্রুসেডাররা স্পেনে শক্তিশালি হয়ে ওঠে, তখন তারা সেখান থেকে মুসলমানদের বহিস্কার করে দেয় । যারা থেকে যায়, তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারেনি । এমনকি উচ্চস্বরে আযান দিতে পারেনি ।

সুতরাং ইসলাম যদি তরবারির জোরে প্রসারিত হত, তাহলে স্পেনে মুসলমানদের এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হত না ।

২) ১৪০০ বছর আগে থেকে মুসলমান আরব-বিশ্বে রাজত্ব করে আসছে । কিন্তু তা সত্বেও সেখানে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ উত্তরাধীকার সূত্রে খ্রীষ্টান রয়েছে, যারা যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্মপালন করে আসছে । মুসলমানরা যদি আরব-বিশ্বে ইসলাম প্রচারের জন্য তরবারির ব্যাবহার করত, তাহলে সেখানে খ্রীষ্টানদের একটি টিকিও খুঁজে পাওয়া যেত না ।

৩) ভারতবর্ষের সরজমিনে মুসলমানরা প্রায় ১১০০ বছর ধরে রাজত্ব করেছে । প্রত্যেক মুসলমান বাদশাহ বেশ শক্তিশালি ছিলেন । তাঁদের হাতে যা ক্ষমতা ছিল, তাতে তাঁরা যদি ইচ্ছা করতেন, প্রতিটি মুসলমানকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করে দিতে পরতেন । কিন্তু আজও ভারতবর্ষের মাটিতে শতকরা ৮০ ভাগ অমুসলমান রয়েছেন, যা মুসলমানদের চেয়ে বহুগুন বেশী । ভারতবর্ষের সংখ্যাধিক্য অমুসলমানরা সাক্ষী দেয় যে, এই উপ মহাদেশে ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়নি । উপমহাদেশে ইসলাম যদি তরবারির জোরে প্রসারিত হত, তাহলে এখানে অমুসলমানদের নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যেত না ।

২৩) Islam at the cross Road

৪) ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র । মালয়েশিয়ায় অধিকাংশ মানুষ মুসলমান । এখন প্রশ্ন জাগে, কোন ইসলামী সেনাবাহিনী ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ায় গিয়েছিল দেশ দুটিকে জয় করতে ? কোন ইসলামী বাহিনী দেশ দুটি জয় করতে যায়নি । সুতরাং দেশ দুটিতে ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়নি ।

৫) আফ্রিকার পূর্ব উপকুলে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রসারিত হয়েছিল । আবার প্রশ্ন জাগে, ইসলাম যদি তরবারির জোরে প্রসারিত হয়ে থাকে, তাহলে কোন মুসলমান বাহিনী সেখানে আক্রমন করতে গিয়েছিল ? কোন মুসলমান বাহিনীর তলোয়ারের জোরে সেখানে ইসলাম প্রসারিত হয়েছিল ? কোন মুসলমান বাহিনী আফ্রিকার পূর্ব উপকূল জয় করার আক্রমণ করেনি । সুতরাং সেখানে ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়নি ।

৬) বর্তমানে আমেরিকাতে সব চাইতে দ্রুত গতিতে প্রসারিত ধর্মমত হল ইসলাম । অনুরুপভাবে ইউরোপেও সর্বাধিক দ্রুত গতিতে প্রসারিত ধর্মমত হল ইসলাম । সুতরাং কোন্ কট্টর ইসলামিক শাসক পাশ্চাত্যে কোন্ তলোয়ারের জোরে এত দ্রুত গতিতে ইসলামকে ছড়িয়ে দিচ্ছে ।

৭) 'রিডার্স ডাইজেস্ট-আল-মানারিক' ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বিবৃতিতে প্রকাশ করেছে, সারা পৃথিবীতে বৃহৎ সাম্প্রদায়গুলির সংখ্যার পরিমাণ । যাতে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীর পরিসংখ্যান । পরে এই বিষয়টিই 'The plain truth' নামক পুস্তিকায় প্রকাশ করা হয়েছে । এ পরিসংখ্যানের শীর্ষে ছিল ইসলাম ধর্মের নাম । যা পঞ্চাশ বছরের সময়ের মধ্যে শতকরা ২৪৫ জন বেড়েছে । সেখানে খ্রীষ্টানদের বৃদ্ধির সংখ্যা শতকরা ৪৭ জন । কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীতে এমন কোন যুদ্ধ হয়েছিল, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুসলমান হয়েছিল ?[২৪]

৮) অমলেন্দু দে 'সেনসাস অফ ইন্ডিয়া ১৮৮১' এর প্রণেতা সি. জি. ও ডোনেলের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন । ডোনেল সাহেব লিখেছেন, "The slight increase of Hindus between 1872 and 1881, amounting to only 141, 135 persons or 0.8 percent, that of Musalmans being 7.1 going figures it appears that nineteen years ago in Bengal proper Hindus numbered nearly half a million more than Musalmans did, and that in the space

২৪) দ্রষ্টাব্য - ডঃ জাকির নায়েক

of less then two decades, the Musalmans have not only overtaken the Hindus, but have surpassed them by a million and a half."[২৫]

এখানেও দেখা যাচ্ছে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলমানদের সংখ্যা বিপুল ভাবে বেড়ে গেছে । এখন প্রশ্ন করি, কোন তরবারির জোরে তখন ভারতবর্ষে মুসলমানরা বিপুল হারে বেড়ে গেছে ।

সুতরাং ইসলাম যে তরবারির জোরে প্রসারিত হয়নি - এটা তার বাস্তব প্রমাণ ।

৯) মুসলমানদের হাতে যখন বাদশাহী ছিল, যখন তাঁদের হাতে রাজনৈতিক শক্তি পুরোপুরি ছিল, তখন মুসলমানরা সংখ্যায় লঘু ছিলেন । যখন তাঁদের হাতে রাজনৈতি শক্তি আর নেই, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল মুসলিম সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে উঠেছে । প্রমাণিত সত্য তথ্যও হল - ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দেও দেখা গেছে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যেখানে সংখ্যা ছিল ১৮১ লক্ষ, পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা তখনো ছিল ১৭৬ লক্ষ অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যা যদিও বেড়ে চলেছিল, তবুও ঐসময় পর্যন্ত মুসলিমরা পাঁচ লক্ষ কম ছিলেন ।[২৬]

তারপর ১৮৯১ তে যখন লোক গননা হলো, তখন দেখা গেল, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ১,৮০,৬৮,৬৫৫ আর অপর দিকে মুসলমানদের সংখ্যা ১,৯৫,৮২,৩৪৯ । তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে যে মুসলমানরা পাঁচ লক্ষ কম ছিলেন, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ত্রিশ বছর পরে যখন লোক গননা হলো, তখন মুসলমানরা সংখ্যায় কম তো দুরের কথা, অনেক বেশী হয়ে গেলেন ।[২৭]

এখানেও দেখা যাচ্ছে, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই মুসলমানদের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে গেছে । এখন আমাদের প্রশ্ন, তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যখন মুসলমানরা ক্ষমতাহীন হয়ে গিয়েছিলেন, তখন কোন তরবারির জোরে ইসলাম এত দ্রুত প্রসারিত হয়েছিল ?

সুতরাং সমীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়নি । এ ইতিহাস অত্যন্তই জাল ও বানোয়াট ।

২৫) 'সেনসাস অফ ইন্ডিয়া ১৮৮১' - অমলেন্দু দে
২৬) 'সেনসাস অফ ইন্ডিয়া ১৮৮১ঞ্চ - অমলেন্দু দে
২৭) চেপে রাখা ইতিহাস - কৃত গোলাম আহমদ মোর্তাজা

১০) লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিক "টাইমস' তার ৯ নভেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যায় ব্রিটেনে ইসলামের বিকাশ সম্পন্ন একটি বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল । তার শিরোনাম ছিল 'ব্রিটিশ মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করছে কেন ?'

নিবন্ধটিতে উপশিরোনাম দেওয়া হয়েছিল, 'পাশ্চাত্যে প্রচার মাধ্যম গুলোর (Media) বৈরী আচরন সত্ত্যোও ইসলাম পাশ্চাত্য মানসকে জয় করে চলেছে ।' আরও বলা হয়েছে ট্ "ইদানিং যে বিপুল সংখ্যায় বৃটেনবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করছে, তার কোন দৃষ্টান্ত অতীতে আর দেখা যায় নি ।"[২৮]

লন্ডন টাইমস আরও লিখেছে, পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো যদিও মুসলমানদের ব্যাপারে বরাবরই নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে, তা সত্ত্যেও ব্রিটিশ অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের মাত্রা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে । আরও মজার ব্যাপার হল এই যে, এইসব ব্রিটিশ নওমুসলিমদের বেশীর ভাগই মহিলা । পত্র- পত্রিকার খবর অনুযায়ী মার্কিন নওমুসলিমদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা চারগুন বেশী । পত্রিকার মতে- "It is even more ironic that most british convents should be women, given the widespread view in the west that Islam treats women poorly."[২৯]

অর্থাৎ "এটা আরও দুঃখজনক যে, অধিকাংশ ব্রিটিশ নও মুসলিমই মহিলা । অথচ এ মতবাদ গোটা পাশ্চাত্যে বিস্তৃত যে, ইসলাম মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ।"

১৯৯৫ এর ১০ ডিসেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা 'লস এঞ্জল্স টাইমস'- এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ইসলাম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় সর্বাধিক দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করছে । মার্কিন যুক্তরাষ্টে প্রতিবছর গড়ে কমপক্ষে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে । মুসলমানের সংখ্যা মার্কিই ইহুদিদের ছাড়িয়ে যাবে এবং খ্রীষ্টধর্মের পর ইসলামই হবে আমেরিকার সর্ববৃহৎ ধর্ম ।"[৩০]

পত্রিকার ২৭ জানুয়ারী ১৯৯৪ সংখ্যার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ট্ "ইসলাম আমেরিকার জোয়ারের টানের মতো প্রবল শক্তিতে কাছে টেনে নিচ্ছে । আমেরিকানরা এই সার্বজনীন বিশ্ব-ধর্মের প্রতি ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছে ।"[৩১]

২৮) লন্ডন টাইমস
২৯) লন্ডন টাইমস
৩০) লস এঞ্জল্স টাইমস
৩১) লস এঞ্জল্স টাইমস

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত নোবেলজয়ূ বুদ্ধিজীবি জর্জ বার্নাড শ' ঠিকই ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন ঃ

"I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be accepted to the Europe of tomorrow as it is beginning to be accepted to the Europe to todey."[৩২]

অর্থাৎ "আমি ভবিষ্যৎ - বানী করছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ধর্ম ইসলাম আগামি দিনের ইউরোপবাসীদের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে । ইতিমধ্যেই আজকের ইউরোপবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছে ।"

তিনি আরও বলেছিলেন, "England on particular and the rest of the western would in general are bound to embrace Islam."[৩৩]

অর্থাৎ "সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ বিশেষ করে ইংল্যান্ড ইসলাম গ্রহণ না করে থাকতে পারবে না ।"

এখন আমাদের প্রশ্ন - বর্তমান যুগ ত আর তরবারির যুগ নয় । তাহলে পাশ্চাত্যে কোন তরবারির জোরে ইসলাম এত দ্রুত গতিতে প্রসারিত হচ্ছে ? এর জবাব কোন ঐতিহাসিক দিতে পারবেন কি ?

১১) ১৯৯৬ সালে রিডার্স ডাইজেস্ট অ্যালবামের 'ইয়ারবুক' ছাপা হয়েছিল । ম্যাগাজিনটিতে প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীদের নিয়ে ছাপা হয়েছিল একটি বিশেষ জরিপের ফলাফল । সেখানে ৫০ বছরের হিসাব ছিল (১৯৩৪-১৯৮৪ পর্যন্ত) । ফলাফল অনুযায়ী যে ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হারে বেড়েছিল, তা হল ইসলাম ধর্মের অনুসারী, যার পরিমান ছিল ৪৭ পার্সেন্ট । পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান ধর্মের হার ছিল মাত্র ৩৫ পার্সেন্ট । এখন আমাদের প্রশ্ন হল - ৫০ বছরের (১৯৩৪-১৯৮৪) মধ্যে কোন যুদ্ধ হয়েছিল (বা কোন্ তরবারির জোরে) লাখ লাখ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল ? আজকের দিনে ইসলাম ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশী । আমেরিকাতে যে ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশী, তা হল ইসলাম ।[৩৪]

৯/১১ এর পূর্বে ইসলামের নামে মিডিয়া যে অপবাদ দিত, সেটি হল ইসলাম নারীদের কোন অধিকার দেয় না । অথচ আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল, যদি ইসলাম

৩২) Genuine Islam, Vol-1, 1936
৩৩) Genuine Islam, Vol-1, 1936
৩৪) ইয়ারবুক

তাদের অধিকার না দিত, তবে কেন এই আমেরিকান ও ইউরোপের মহিলারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে ? পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৯/১১ এর পরে ৯ মাসের মধ্যে শুধু আমেরিকাতেই ৩৪ হাজার লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন । ইউহান রেডলীর রিপোর্ট অনুযায়ী এ সময়ে ২০ হাজার ইউরোপীয়ান ইসলাম গ্রহণ করেছে ।[৩৫]

এখানেও দেখা যাচ্ছে, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মুসলমানদের সংখ্যা কি বিপুল পরিমানে বেড়ে গেছে । এখন আমাদের প্রশ্ন, ৯/১১ - এর মাত্র ৯ মাসের মধ্যেই আমেরিকায় ৩৪ হাজার ও ইউরোপে ২০ হাজার মোট ৫৪ হাজার মানুষ কোন তরবারির জোরে ইসলাম গ্রহণ করেছে ও এত দ্রুত গতিতে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে ?

সুতরাং সমীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়নি । এর পরেও যাঁরা বলেন, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে, তাহলে আমি বলব, তাঁরা ইসলাম বিদ্বেষী ফোড়ে দালাল ছাড়া আর কিছু নয় । আর এই ইসলাম বিদ্বেষী ফোড়ে দালালদিগকে স্বামী বিবেকানন্দ পাগল বা চরম উন্মাদ বলে ঘোষনা করেছেন ।

কতিপয় বিশ্ব বিখ্যাত মনীষীদের ইসলাম গ্রহণ

বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে বহু বিশ্ব বিখ্যাত ব্যাক্তিত্ব ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যাঁরা মুর্খও নন, অত্যাচারেও নয় এবং কোন তরবারির জোরোও নয় বরং স্বেচ্ছায় ইসলামের প্রতি আকর্ষিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন ইসলামের দিকে । যেমন, ভারতের প্রথম শ্রেনীর সাংবাদিক, লেখিকা এবং স্বীকৃতি পাওয়া ইংরেজি ভাষার কবি এবং তার সঙ্গে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার তালিকায় কয়েকবার নমিনেশন প্রাপ্ত শ্রীমতি মাধবী কুট্টি, যরি কমলা দাশ নামে পরিচিত, ১৯৯৯-এর ২৩ শে ডিসেম্বর তিরুবনন্তপুরমের পালয়ম মসজিদে অনুষ্ঠান করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ।

শনিবার সন্ধায় এক আলোচনা সভায় উদ্বোধনী ভাষনে মাধবী কুট্টি সবাইকে হতবাক করে দিয়ে ঘোষনা করলেন, ‘‘আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুরাইয়া হয়েছি ।’’[৩৬]

৩৫) দ্রষ্টাব্য - ডঃ জাকির নায়েক
৩৬) দ্রষ্টাব্য- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ পৃঃ ৫

মাধবী কুট্টি বা কমলা দাশ প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার পূর্বেই ইসলাম ধর্মকে অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন এবং দিনে রাতে পাঁচবার নামায পড়তেও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। পোষাক-পরিচ্ছেদও ইসলামী সভ্যতায় মুড়ে গিয়েছিলেন তিনি। অবাক হওয়া মুসলমানদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "অতিমাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করে বমি করে ক্লান্ত আমি, এখন আল্লাহর গোলাম হয়ে শান্তি পেয়েছি।" এর্ণাকুলামে কড়াভান্ত্রা পাড়ায় একতলা বাড়ির ফটকে লাগানো নেমপ্লেটে (Name Plate) এখন লেখা কমলা সুরাইয়া, কমলা দাশ লেখা প্লেট ফেলা হয়েছে।[৩৭]

এখন আমাদের প্রশ্ন, দাক্ষিনাত্যের মাধবী কুট্টি কোন্ তরবারির জোরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন ? এই প্রশ্নের জবাব কোন ঐতিহাসিক দিতে পারবেন কি ?

মরিয়ম জমীলা ১৯৩৪ সনে নিউইয়ার্ক জার্মান বংশদ্ভুত এক আমেরিকান ইহুদী পরবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিউইয়ার্কের সবচেয়ে ধনাঢ্য ও ঘনবসতি পূর্ণ উপশহর ওয়েচেষ্টারে তিনি লালিত-পালিত হন এবং সরকারী বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ ধর্ম - নিরপেক্ষ শিক্ষা লাভ করেন। মাধ্যমিক স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভের পর ১৯৫২ সনে তিনি নিউইয়ার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে লিবারেল আর্টস প্রোগ্রামে ভর্তি হন। মার্মাডিউক মুহাম্মাদ পিকথল (তিনিও নও মুসলিম) অনুদিত কুরআন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ আসাদের লেখা দুটো বই 'Road to Mecca' এবং 'Islam at the cross road' তার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মুসলিম দেশসমুহের সমসাময়িক কয়েকজন প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীর সাথে পত্রালাপ এবং নিউইয়ার্ক ব্রুকলাইন ইসলামী মিশনে সেখ দাউদ আহমদ ফয়সালের হাতে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। জনাব ফয়সাল তখন তাঁর নাম মার্গারেট মারমাকিউস থেকে পরিবর্তন করে মরিয়াম জমীলা রাখেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরে তিনি খুবই কড়াকড়ির সাথে পর্দা পালন করে থাকেন।[৩৮]

এখন আমার প্রশ্ন, নিউইয়ার্কের মার্গারেট মারকিউস কোন তরবারির জোরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন ?

ফ্রান্সের সেলমাঁ বেঁয়োস্ত বিরাট কিংবদন্তী পুরুষ এবং একজন সৃজনশীল বৈজ্ঞানিক। তিনি ওষুধের উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। তিনি অনেক পড়াশুনা ও সমীক্ষা করেন এবং 'Le phenomere coranique' বইখানি পড়ে ইসলামের প্রতি আরও আকৃষ্ট হন। বইটির লেখক হচ্ছেন 'Malek Ben Nabi' তিনি ১৯৫৩ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার

৩৭) দ্রষ্টাব্য- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ পৃঃ ৫
৩৮) এ এক অন্য ইতিহাস - কৃত গোলাম আহমদ মোর্তাজা, পৃষ্ঠা ২৭১-২৭২

পর তার পুরো নাম হয় আলি সেলমাঁ বেঁয়োস্তা (Ali Selman Benoist) চোখ বুজে বলা যায়, তিনি কোন তরবারির জোরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি ।[৩৯]

ভারতের ডক্টর শিবশক্তি স্বরুপজী মহারাজ উদাসেন স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ইসলামুক হক নাম গ্রহণ করেন, যা এক আশ্চর্যজনক ঘটনা । তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রী নিয়ে লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আট বছর গবেষনা করে পৃথিবীর দশটি বিখ্যাত ধর্মের পন্ডিতদের কাছ থেকে ‘ধর্মাচার্য’ উপাধি লাভ করেন । প্রয়াত আচার্য বিনোভা ভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন, আপনার মতে মানুষের জন্য কোন ধর্ম শ্রেষ্ট বলে মনে করেন ? উত্তরে ড. শিবশক্তি বলেন, ‘‘আমি জবাবে বলেছিলাম, ইসলাম । আমার উত্তরে দাদা খুশি হননি ।’’ ড. শিবশক্তি ছিলেন যেমন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রথম শ্রেনীর নেতৃপুরুষ, তামনি সমসাময়িক কালের জগদগুরু শঙ্করাচার্য, রামগোপাল শালোয়ালা, পুরীর মহামন্ডলেশ্বর স্বামী, গুরু গোলোয়ালকর, বাবা সাহেব, দেশ মুখ বাল ঠাকরে, অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং আচার্য বিনোভা ভাবের সঙ্গে ছিল তাঁর অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক । তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ‘‘বিপুল অর্থের সম্পদ-সম্পত্তি ও ভারতের বৃহত্তম হিন্দু সমাজে পাওয়া সম্মান ও মর্যাদা ত্যাগ করে, বর্তমানে আপনি কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করছেন ? তিনি উত্তর দিয়েছেন, ইসলামের এই মহান উপহারের বদলে আমি সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব ত্যাগ করতে দ্বিধা ও কুণ্ঠাবোধ করতাম না । ইসলাম গ্রহনের মাধ্যমে যে তৃপ্তি আমি পেয়েছি, সাত রাজ্যের ধন সম্পদ লাভ করেও তা পাওয়া সম্ভব নয় ।’’[৪০]

এখন আমাদের প্রশ্ন, হিন্দু ধর্মের মহান সাধক ডক্টর শিবশক্তি স্বরুপজী মহারাজ উদাসেন কোন তরবারির জোরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ?

বিশ্বজুড়ে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার-সংস্থসগুলো বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সক্রিয় ও পরিপুষ্ট । সাইবেরিয়ার মুসলমানদের খ্রীষ্টান করার জন্য অত্যাধুনিক প্রশিক্ষন দিয়ে ৬৪৫৩ জন পাদ্রী বা ধর্মযাজককে পাঠানো হয় । ঐ পাদ্রীগণ প্রথমে তাদের ভাষা শিখতে গিয়ে তাঁদের সাহিত্য এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের জীবনী জানতে বাধ্য হন । তখনই নিজেদের মধ্যে তারা আলোচনা করে অনেকেই ইসলাম ধর্ম শ্রেষ্ট মনে করে গ্রহণ করার কথা বলেন । কয়েকশো গোড়া পাদ্রী বাদ দিয়ে বিচক্ষন বিচারশীল পাদ্রীদের কমবেশী ছ’ হাজার গ্রহণ করেন ইসলাম ধর্ম ।[৪১]

৩৯) এ এক অন্য ইতিহাস - কৃত গোলাম আহমদ মোর্তাজা
৪০) ৫০ জন উচ্চশিক্ষিত মহিলার ইসলাম গ্রহণ - কৃত আব্দুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান
৪১) কেন মুসলমান হলা, দ্বিতীয় খন্ড - কৃত আবুল বাশার জিহাদী

এখানে আমাদের প্রশ্ন, ঐ ছ' হাজার খ্রীষ্টান পাদ্রী বা ধর্ম যাজককে কোন তরবারির জোরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল ?

বিশ্ব ইতিহাসে কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । তিনি বলেছিলেন, "আমার আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত দেশের শিক্ষক ও প্রজ্ঞামন্ডলীকে সম্মিলিত করে কুরআনের মতবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করে জগতে একতামূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো । কারণ একমাত্র কুরআনই সত্য এবং মানবকে সুখ শান্তির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম ।"[৪২]

চোখ বন্ধ করে বলা যায়, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মতো প্রচন্ড ক্ষমতাশীল ব্যক্তিত্ব কোন তরবারির জোরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি ।

এছাড়াও বিশ্বের বহু কিংবদন্তী ব্যাক্তি কোন তরবারির জোরে নয় বরং স্বেচ্ছায় ইসলামের প্রতি আকর্ষিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন । তাদের মধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামুলক ধর্মবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ডাঃ বারবারা নেলসন, যাঁর মুসলিম নাম ডাঃ সারা নেলসন, মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন চিকিৎসক ডাঃ মির্জা দেহলিন, গ্রেট বৃটেনের মিসেস সানথা-এর ইসলাম গ্রহণের পর নাম হয় হুদা । আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ান, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্টতম ক্রীড়াবিদ মিঃ ক্যাসইয়াস ক্লে-র ইসলাম গ্রহণের পর নতুন নাম হয় মুহাম্মাদ আলী ।[৪৩]

মিঃ ম্যাকলম এক্স-এর ইসলাম গ্রহণের পর নাম হয় মালিক আল-শবায, মিসিগান ইউনিভার্সিটির ছাত্রী মিস সুরাইয়া ইসলামে নারীর অধিকার কথা পড়ে মুসলমান হন ১৯৯০-এ । আমেরিকার মহাকাশ বিজ্ঞানী মিঃ জেমস আরউইনও ইসলাম গ্রহণ করেন, যিনি ১৯৭২ সালে চাঁদের মাটিতে পদার্পন করেন । বিশ্বের প্রথম চাঁদের মাটিতে পদার্পনকারী নীল আর্মষ্ট্রংও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন । বিখ্যাত খেলোয়াড় মিঃ ক্রিস জ্যাকসন ১৯৯১ সালে ইসলান ধর্ম গ্রহণ করে নাম গ্রহণ করেন মাহমুদ আব্দুর রউফ । ১৯৯১ সালে ৬ই ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ধ্বংসের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী শিব প্রসাদ যাদব প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । হেমিওপ্যাথিক চিকিৎসার জনক মহাত্মা হ্যানিম্যান প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । বিখ্যাত বুদ্ধিজীবি মিঃ আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নতুন মান হয় মুহাম্মাদ । বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্লাংকিনশিপ ইসলাম গ্রহণ করে

৪২) কেন মুসলমান হলা, দ্বিতীয় খন্ড - কৃত আবুল বাশার জিহাদী, পৃষ্ঠা-১৪-১৫, ১৯৯৯)
৪৩) কেন মুসলমান হলা, দ্বিতীয় খন্ড - কৃত আবুল বাশার জিহাদী, পৃষ্ঠা-১৪-১৫, ১৯৯৯)

নতুন নাম গ্রহণ করেন খালিদ । বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ মের্জ ডালীন প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করেন ।

বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ান মাইক টাইসনও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নতুন নাম হয় আব্দুল আজিজ । আমেরিকার রাজনৈতিক নেতা র‍্যাপব্রাউন ইসলাম গ্রহণ করে নতুন নাম নিলেন জামিল আব্দুল্লাহ্ আল-আমীন । প্রখ্যাত মহিলা চিকিৎসক মিস মারিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন । আমেরিকার সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মার্ক এন্টনিউ ওটারস ইসলাম গ্রহণ করে নতুন নাম নিলেন আব্দুস সালাম আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ । ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাথলিক নান মিসেস ফিন মারিয়া মুসলমান হয়ে নতুন মান নিলেন আমিনা মারিয়ম । টেক্সাসের মেয়র চার্লস এডওয়ার্ড জেনকিন্স মুসলমান হয়ে নতুন নাম নেন চার্লস মুস্তাফা বিলাল । কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিস এমিলি ইসলাম গ্রহণ করে নাম গ্রহণ করেন হাজেরা । আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরো সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নতুন নাম হয় ডঃ আইউব খান উমাইয়া । আমেরিকার মিস ফিলিপ মুসলমান হন এবং নতুন নাম হয় হাদিয়া ফিলিপ । আমেরিকার টমাস ক্লেটন মুসলমান হয়ে নাম নেন মুহাম্মাদ । নিউইয়ার্ক পোস্ট অথরিটির যে মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন, তার নতুন নাম হয় সাদীয়া মুহাম্মাদ । আমেরিকার রোনাল্ট স্লোলিং ইসলাম গ্রহণ করার পর নতুন নাম নেন আফফিয়া মুহাম্মাদ তান্ডুরি ।

টেক্সাসের অধিকরী মিঃ ডাঙ্কেঁ ইসলাম গ্রহণ করার পর নাম হয় উসমান ডাঙ্কেঁ । এমনিভাবে ইংল্যান্ডের বুদ্ধিজীবি মিঃ রোনাল্ড রেসিক, মিস হেলমা রেসিক, এডওয়ার্ড আলকক, এসথার এম. গিল, মিসেস সুগরা আহমেদ, লিউনার্দ কুক, লিউর্হিস অরভিস হাসান ইভান্স, পি. ই. সাইদ চিপারফোল্ড, অধ্যাপক হারুন মুস্তাফা লিওন, প্রখ্যাত গ্রন্থকার উইলিয়াম বার্চের পিকার্ড, স্যার জালালুদ্দিন লডার ব্রাউন, স্যার চার্লস এডওয়ার্ড আর্চিবল্ড হ্যামিলটন, লর্ড ওয়ার্সলে, অধ্যাপক ইয়াকুব জ্যাকি, ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড মার্ক প্যাডকক, জন ট্রাসকাট, মিসেস সানথা, জর্জ এডওয়ার্ড ফাউলার, জে ডব্লিউ লাভগ্রাভ, উইলিয়াম ওয়াল্টার, মিসেস আয়েসা জান, মিস ব্রিডা কনভয়, রশিদ শার্প, মিসেস মেভিস জলি, জন ফিসার, উসমান ওয়াটকিন্স, আব্দুল্লাহ কার্ডেল রায়ান, মিসেস বুকনান হ্যামিলটন, মিসেস আমিনা, মিসেস সে. ফ্লিসার নাসীম, বিখ্যাত গায়ক ক্যাটাস স্টিভেন্স, বিজ্ঞানী ডাঃ আর্থার এলিসন, ফেরেড হাওয়ার্ড স্মিথ এবং তার স্ত্রী কর্নেল আলবার্ট রেমস, লর্ড হেডলী, স্যার রোনাল্ড জর্জ এলানসন, বৃটিশ সেনানায়ক মেজর আব্দুল্লাহ্ রাটারবসে, এইচ. এফ. ফেলোস, কর্নেল আব্দুল্লাহ্ বেইনস হিউইট, জামিল প্লান্ট, ইসমাইল ডি ইয়র্ক, মি. বি. ডেভিস, এ. কীন, ডেভিড কাউয়ান, জন ওয়েবষ্টার, মিসেস জেমিনা গোল্ডস্মিথ, মিঃ আহমদ

সেইগ এবং তার স্ত্রী মিসেস আসমা সেইগ, হাসান জি ইয়াটন, ইব্রাহীম হিউয়ের্ট, এ. রশীদ স্কিনার, আহমদ বলক, মিঃ হুসেন রফি, মিসেস জয়নব সেবাই, ক্যাথলিক নেত্রী মিসেস বুশরা, মিসেস সেলভিয়া সালমা কোহেন, লেডি ইভেলিন কোবল্ড, মিসেস বসীরা ওয়েন, মিসেস রহিমা গ্রিফিথ, মিসেস আলিয়া হাইরি, মিসেস প্যাট্রিসিয়া প্যারী, আব্দুল্লাহ মেইনার্ড, পি. রবিনসন, সাইমুনাহ, ভারতের প্রিন্সেস জাবিদ এস. বানু, ভারতের ডাঃ ইয়াসমিন পাতিল, ফিলিপাইনের মরিয়ম লোপস, জার্মানির নার্স মিসেস হানা, ফিলিপাইনের মিসেস গ্লোরীয়া, ইংল্যান্ডের মেভিস জি. জলি, মিস হেদায়েত বাড, দক্ষিন আমেরিকার গয়ানার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মিসেস ষ্টীলা ওডি আলী, ইটালির বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা বিয়ানকো মালিয়া স্কারসিয়া, জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মিস মাসুচী, জার্মানীর জয়নব কারীন, আমেরিকার রেডিও-টেলিভিশনের অনুষ্ঠান পরিচালিকা আমিনা আসলানী, চীনের অধ্যাপিকা ইয়ং মিঙ উই, আমেরিকার মেরি এলিজাবেথ, ফিলিপাইনের তরুনী মিস মারিয়া, পোল্যান্ডের মিস মিরিভোলা, আমেরিকার আনজুম স্মিথ, স্কটল্যান্ডের সারা মারে, ফিলিপাইনের নার্স মিসেস ক্যষ্ট্রিন, আমেরিকার কারীমা অ্যালটোমেয়ার, অষ্ট্রেলিয়ার সেলিমিয়া মাহমুদা কেনোলী, রাশিয়ার সভলি কোভালেংকো, কলম্বিয়ার মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রি মিস এমিল, জার্মানীর আমিনা মসলার, জাপানের ফাতেমা কাজু, ইটালীর আইনজীবি মিসেস রবার্ট, স্কটল্যান্ডের মিস জোয়ান ফাতেমা ডাংস্কেল, অষ্ট্রেলিয়ার মিস হালিমা শেয়ার্ড, পাকিস্তানের ক্রিকেটার ইউসুফ ইউহানা (বর্তমান নাম ইউসুফ মুহাম্মাদ), তানজানিয়ার রাষ্ট্রপতি জুলিয়ার্স নায়াম, ইংল্যান্ডের ক্যাটস স্টিভেন্স, ফ্রান্সের ডাঃ রোজার গারোদি, সুইডেনের রাষ্ট্রদুত মহম্মদ কুনুত, জার্মানির ডঃ ওলফ্রেড হ্যাকম্যান, মার্কিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ জায়েদ ভ্যানকভ, ব্রিটিনের কর্নেল এলবার্ট রেমস এলসি, রাশিয়ার জেনারেল আনাতোলি আন্দ্রাপভ, আল-কুরআনের প্রখ্যাত অনুবাদক মার্মাডিউক মিকথল, নেদারল্যান্ডের উচ্চশিক্ষিত গোড়া ক্যাথলিক জে. কে. সি. ভান বিটেম, কানাডার গবেষক ও ধর্মযাজক/ধর্মপ্রচারক গ্যারি মিলার, পাঞ্জাবের প্রাক্তন হিন্দু পন্ডিত হানওয়ারি লাল, যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ জন এলিসন, ফ্রান্সের ক্যাথলিক পাদরি, ইরিজিয়ার প্রভাবশালী পাদরি ইলাম কার্কিস, ফ্রান্সের দার্শনিক ও অধ্যাপক ইভা দ্য ভিদ্রে ময়েরোভিন, মাইকেল কডকিভিচ, মার্কিন প্রখ্যাত বাস্কেটবল খেলোয়াড় ক্রিস জ্যাকসন, জার্মানির প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও গ্রন্থকার ডঃ হামিদ মার্কাস, জাপানের ডঃ কোতাকি, পোল্যান্ডের উইস ল জোর্জরস্ফি, অষ্ট্রিয় নেতৃত্বে অধ্যাপক ডঃ রউফ ফ্রিহার গন ইরেনফেল, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মেজর আব্দুল্লাহ বেটোরসবি, টেক্সাসের মেয়র চার্লস এডওয়ার্ড জেনকিনস, জাপানের বিশ্ব হ্যাভিওয়েট রেসলিন চ্যাম্পিয়ন এনটনি এনোকি, ফিলিপিনসের প্রখ্যাত পাদরি ডঃ দিলু সানতোষ, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ওয়াদ্যো লর্জ ওয়ানসন, মার্কিন অধ্যাপক আইউব খান ওয়ামা, পোল্যান্ডের রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক ও গ্রন্থকার পোল্ড উইস, তানজানিয়ার খ্রীষ্টধর্ম

প্রচারক ফাদার মার্টিন জন মাইপ পল, কানাডার সমাজকর্মী টমাস ইরভিং, বাংলাদেশের হিন্দু জমিদার শ্রী প্রতাপচন্দ্র সেন, কোরিয়ার জিয়ন ডাকলিন, চিনের ধর্ম প্রচারক লি হোচা, ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত লেখক এ কইন, মার্কিন কবি ও গ্রন্থাকার রোনাল্ড স্লোয়িং, নিউজার্সির বিপ্লবী কবি লেয়ন জেমস, নাইজেরিয়ার পাদরি ও গোত্রপতি মিঃ আবু বকর কোশা, উগান্ডার খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক রেভারেন্ড পল, বাংলাদেশের সুদর্শন ভট্টাচার্য, ভারতের বাবু সুশান্ত ভট্টাচার্য যার বর্তমান নাম সাহিদুল ইসলাম ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের সাহিত্যিক ও গ্রন্থাকার সুরেন্দ্রনাথ রায়, মার্কিন রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব, ব্রিটিশ শব্দবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক হারুন মোস্তাফা লিয়ন, ইরানের অধ্যাপক রেভারেন্ড ডেভিড বেঞ্জামেন কেলদানী, ভারতের সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও নাট্যকার আব্দুল্লাহ আদিয়ার, বাংলাদেশের অধ্যাপক মাখনলাল ধর, ইংল্যান্ডের গ্রন্থাকার ইউলিয়াম বার্চের পিকার্ড, জার্মানির কূটনীতিবিদ ও ধর্মপ্রচারক মুহাম্মাদ সুলাইমান তাকিউচি, ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রনায়ক স্যার জালাল উদ্দিন লডার ব্রুনটন, হাঙ্গেরির অধ্যাপক ডঃ জুলিয়ার্স জার্মানসে পি. ডি., ন্যাদারল্যান্ডের নেতৃত্ব্যের অধ্যাপক আর. এল. মোল্লামা, ভারতের রামদাস পি. এইচ. ডি., ভারতের অধ্যাপিকা ডঃ জিয়াউর রহমান আজমি পি. এইচ., মার্কিন অধ্যাপক ব্লাঙ্কিন শিপ, লন্ডনের ধনকুবের লর্ড ওয়ার্সসে, ব্রিটেনের অধ্যাপক ইয়াকুব জাকি, জাপানের ডঃ হিরু ফুজি মাসু, ব্রিটেনের ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড মার্ক প্যাপকক, জাপানের ডঃ শওকি ফুতাফি, জাপানের ডাক ও তার মন্ত্রী জেশিরা কুমিয়ামা, মার্কিন মনোবিজ্ঞানী ইব্রাহিম জেরাড, ইংল্যান্ডের ওকিং স্পিরিচুয়া, লিস্ট চার্চের সভাপতি জর্জ ফাউসার, ভারতের অ্যাডভোকেট কে. এল. গউবা বার এট. ল., মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ডোনাল্ড এস. রকওয়েল, ভারতের ডঃ মালিক রাম, দক্ষিন আফ্রিকার প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক শেখ আহমদ দিদাত, ভারতের শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক শ্রী দুর্গা প্রসাদ দেশমুখ, বাংলাদেশের রাজকুমার শ্রী বিশ্রেশ্বর রায় চৌধুরী, মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ম্যালকম এক্স, আফ্রিকার এইচ. র‍্যাপ ব্রাউড, আফ্রিকার ও পশ্চিম এশীয় খ্রীষ্টান মিশনারী সংস্থার প্রধান পাদরি ইসহাক, আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্লস মুন এম., তানজানিয়ার প্রখ্যাত আর্চ বিশপ হাজি আবুবকর, ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির বিশিষ্ট নেতা জন স্ট্রাস্কাট, জাপানের পাঁচটি ভাষায় পারদর্শী সাংবাদিক মিত্রসুতারো ইয়ামাওকা, জাপানের বুপোচিরো আরিজা, দক্ষিন আফ্রিকার মঁসিয়ে ফ্রেডারিন ডোলামার্ক, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রহিম মার্টিনি, ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ইসা ম্যানুয়েল ম্যাকলালেদ, বুলগেরিয়ার শীর্ষস্থানীয় খ্রীষ্টান পাদরি ইসা, মার্কিন সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্তা মার্ক অ্যান্টিনিউ ওটার্স, ইথিওপিয়ার সাবেক খ্রীষ্টান ধর্মযাজক সাইদ ফাকাদ, ফ্রান্সের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক সালেহ আল-সুলাইমান, ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্তা অধ্যাপক হেনরি স্প্রোগ, বলিউডের বিখ্যাত সঙ্গীতকার ও অস্কার বিজয়ী এ. আর. রহমান, জার্মানির রাষ্ট্রদূত

ডঃ আলফ্রেড হফম্যান, চীনের চ্যাম্বার কমার্সের সদস্য এম. এন. বি. রিজওয়ান, মিঃ আদনান সেন, লুকমান ইয়াংটক, ফেদাত এর বিশাল শিক্ষায়তনের প্রিন্সিপেল রাফিয়ান চাও, ফারুক চিয়াহু, মিস মিমিরা চো, শিক্ষাবিদ জালাল উদ্দিন হো, হল্যান্ডের বুদ্ধিজীবি জোহানেস এনথোনিয়াস হিউটজ, ফ্রেডারিক ফার্দিনান্দ ক্লোভি. নিয়ার্স, বিজ্ঞানী অধ্যাপক আর. এল. মেলমা, জে. এল. সি. বীটেম, মিঃ ওভারিং, ফাইসাল ডব্লিউ ওয়াগানার, ফিলিপাইনের দিলু সানটোস, আসারি ট্রো, ফয়সল পল, মিসেস মরিয়ম লপস, মিসেস গ্লোরিমা, অষ্ট্রেলিয়ার ডেনিসন এমিল ওয়ারিংটন ফ্রাই, মিসেস সিসিলিয়া কেনোলী, মিঃ স্টুয়ার্ট, মিসেস হালিমা শোয়ার্ট, সুইজারল্যান্ডের মিসেস ডঃ বোয়েরকি, আর্জেন্টিনার খ্রীষ্টান প্রেসিডেন্ট পুত্র কালোম সুনম, আয়ার্ল্যান্ডের মিসেস এলিজাবেথ সাফারন, জয়েস ইয়াসমিন, থাইল্যান্ডের শ্রেং তামসী, ইতালির আইনবিদ পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের উপর গবেষনা করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন যে মহিলা তার নাম মিসেস রবার্টা, রাশিয়ার নিকোলাই ও মিঃ ভ্যালেন্তিন, পপ সুপারষ্টার মাইকেল জ্যাকসন, প্রফেসার মিসেস জ্যাকসন, মহাত্মা গান্ধীর জ্যাষ্ঠ পুত্র হিরালাল গান্ধী ও দ্বিতীয় পুত্র মনিলাল গান্ধী, চন্দ্রলীলা, এলিযাবেথ, ভেলেনসিয়া, অধ্যাপক জেফরিল্যাং, চট্টগ্রামের শ্রী প্রতাপচন্দ্র সেন, পাবনা জেলার সন্যাসী শ্রী মধুশাহ্, সুনামগঞ্জের শ্রী কৃষ্ণ দাস, শ্রী রমেশচন্দ্র, পাকিস্তানের খ্রীষ্টান জেমস মাইকেল আহমদ, লাহোরের জৈন ধর্মাবলম্বী বিখ্যাত ব্যারিষ্টার লোসা সাগর চাঁদ জৈন, জার্মানির মিঃ হবহম, ইংল্যান্ডের স্যার লডার ব্রান্টন, ফ্রান্সের দার্শনিক বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলি, যিনি 'Al Quran an Modern science' ও 'Quran, Bible and the science' প্রভৃতি বই লিখে সারা পৃথিবীতে আলিড়ন সৃষ্টি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সুবল মুখার্জী, মুর্শিদাবাদ জেলার শ্রী মিলন কুমার রাজেন্দ্র, তাঁর বর্তমান নাম হাবিবুল্লাহ বিলালী[৪৪] প্রভৃতি । এঁরা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, কোন তরবারির জোরে নয় । শুধু কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণকারী ব্যাক্তিদের নাম যদি লেখা হয়, তাহলে কয়েক লাখ পৃষ্ঠার এক সুবিশাল গ্রন্থেও কুলাবে না বলে আমি মনে করি । এখন আমার ঐ সব তথাকথিত ভূঁইফোড় নামধারী ঐতিহাসিকদের কাছে আমার প্রশ্ন, যাঁরা বলেন ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে, উপরে উল্লিখিত ব্যাক্তিগুলি কোন তরবারির জোরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ? কোন মুসলিম বাহিনী ঐ সব মহান ব্যাক্তিদের গর্দানে তরবারির ধারালো অগ্রভাগ লাগিয়ে ভয় দেখিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছেন ? কোনো ঐতিহাসিক এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন কি ? ঐ সব ঐতিহাসিকদের কাছে আমার চ্যালেঞ্জ - উপরে উল্লিখিত মহান ব্যাক্তিগুলি কোন তরবারির জোরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, আমায় বলুন, যদি বাপের ব্যাটা হন ।

৪৪)) আমি নিজে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি । তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত জলসার বক্তা

মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন, "সকল কালের যুগান্ত প্রবাহিত ধর্মের মানদন্ডে বিচার করলে দেখা যাবে, যারা সেই যুগসঙ্কটে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারাই ছিলো সবার চেয়ে বড় ধার্মিক ।"[৪৫]

সুতরাং ইসলাম যদি তরবারির জোরে প্রসারিত হত, তাহলে ইসলাম গ্রহণকারীরা সবার চেয়ে বড় ধার্মিক হতেন না । তরবারির জোরে কাউকে মৌখিকভাবে স্বীকার করানো যেতে পারে যে, সে মুসলমান কিন্তু আন্তরিক ভাবে কাউকে পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করিয়ে মুসলমান বানানো যেতে পারে না । এই প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন, "তরবারি একটা জাতীয় জীবনের স্বীকৃত মতবাদ হয়তো বদলে দিতে পারে কিন্তু একথা খুবই সত্য, তা কোনোদিনই মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে না ।"[৪৬]

সুতরাং ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয় নি ।

পূর্বপুরুষদের ঘরে প্রত্যাবর্তন

কিছুদিন আগে আর. এস. এস ও বজরঙ্গ দলের লোকেরা জোর জবরদস্তি করে আগ্রার ১০০ টি মুসলিম পরিবারকে হিন্দু ধর্মে রুপান্তরিত করেছিল । কিন্তু আল্লাহর রহমত যে তারা আবার স্বধর্মে ফিরে এসেছে । তারা স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেনি । হিন্দুত্ববাদীদের তরবারীর ভয়ে তারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিল । কিন্তু ইসলামে জোর জবরদস্তি করে কাউকে ইসলাম ধর্মে রুপান্তরিত করা হারাম এবং প্রাণের ভয়ে কেউ যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তাকে মুসলমান বলা যাবে না কেননা তার অন্তরে ইমান থাকবে না । আর আল্লাহ বলেছেন, 'লা-ইক রাহা ফিদ্দিন' অর্থাৎ ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই । ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলেই বোঝা যায় যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরা স্বেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ।

অপরদিকে আর. এস. এস ও অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করাকে নাম দিয়েছে 'पुरखों की घर वापसि' (পুরখো কি ঘর ওয়াপসী) অর্থাৎ 'পূর্বপুরুষদের ঘরে প্রত্যাবর্তন' । অথচ এই হিন্দুত্ববাদী নেতা মোহন ভাগবত, প্রবীন তেগড়িয়া প্রভৃতিদেরকে জিজ্ঞাসা করা হোক ধর্মের এই ঠিকাদারদের ঘরের মহিলাদের কেন মুসলমান পুরুষদের সাথে বিবাহ দেওয়া হয় ? বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিংহল নিজের মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন বিজেপি

৪৫) Historycal Role of Islam By M. N. Roy
৪৬) Historycal Role of Islam By M. N. Roy

(ভারতীয় জনতা পার্টী) নেতা মুখতার আব্বাস নাকবীর সাথে,[৪৭] বিজেপি নেতা মুরলী মনোহর যোশীর মেয়ের বিবাহ হয়েছে বিজেপি নেতা শাহনাওয়াজ হুসাইনের সাথে । নরেন্দ্র মোদীর ভাইঝির বিবাহ হয়েছে মুসলমান পুরুষের সাথে, লাল কৃষ্ণ আদবানীর ভাইঝি এবং মেয়ে দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে মুসলমান পুরুষের সাথে, এমনকি লালকৃষ্ণ আদবানী তাদেরকে বিয়েতে আশির্বাদও করেন । জনতা দলের প্রেসিডেন্ট সুভ্রমনিয়াম স্বামীর কন্যা সুহাসিনীর বিবাহও হয়েছে মুসলমান পুরুষের সাথে এবং বিবাহ করে মুসলমান হয়ে যান । শিবশেনার নেতা প্রয়াত বাল ঠাকরের পুতির (Grand Daughter) নেহা গুপ্তের (বয়স ২৫) বিবাহ হয়েছে মুহাম্মাদ নবী নামক (বয়স ২৭) মুসলমান পুরুষের সাথে, তিনি মুহাম্মাদ নবীর সঙ্গে বিবাহ করে মুসলমান হয়ে যান । নেহা গুপ্তে হলেন বাল ঠাকরের বড় ছেলে প্রয়াত বিন্দুমাধবের মেয়ে ।[৪৮] মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিষ উদগীরণকারী বিশ্ব হিন্দ পরিষদের নেতা প্রবীন তেগড়িয়া বোনের বিবাহ হয়েছে ধ্বনী ব্যাবসায়িক মুসলমান যুবকের সাথে এবং প্রবীন তেগড়িয়া আজও নিজের বোনের সাথে মধুর সম্পর্ক রাখেন ।[৪৯]

এইসব ধর্মের ঠিকাদারদের মুসলমান জামাই এতো পছন্দ কেন ? এখন আমি এই হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারীদের বলবো যারা ‘পুর্বপুরুষদের ঘরে প্রত্যাবর্তনে’র আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা আগে নিজেদের কন্যা, বোন, ভাইঝি এবং পুতিনদেরকে ‘পুর্বপুরুষদের ঘরে প্রত্যাবর্তন’ করুন তারপর অন্যান্যদের করবেন ।

এছাড়াও অভিনেত্রী অমৃতা সিং ফিল্ম অভিনেতা সেইফ আলী খানকে বিবাহ করে মুসলমান হয়ে যান এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও অমৃতা মুসলমানই আছেন । তাঁর শাশুড়ি শর্মিলা ঠাকুরও সাইফের পিতা পতৌদি নবাবকে বিবাহ করে মুসলমান হয়ে যান এবং বিবাহের পর তাঁর ইসলামী নাম হয় আয়েশা সুলতানা । সাইফ আলি খান দ্বিতীয় বিবাহ করেন রাজ কাপুরের পুতি কারীনা কাপুরকে । করীনাও সাইফকে বিবাহ করে মুসলমান হয়ে যান । দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী শিলা দিক্ষিতের কন্যা মুসলমান ছেলেকে বিবাহ করে মুসলমান হয়ে যান । বলিউড অভিনেত্রী রীনা রায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানী ক্রিকেটার মোহসীন খানকে বিবাহ করেন । অভিনেত্রী মমতা কুলকার্নী এবং তাঁর স্বামী ভিকি গোস্বামী উভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । অভিনেতা নাসীরুদ্দীন শাহ বিবাহ করেন রত্না পাঠক নামক হিন্দু রমনীকে, রত্না নাসীরুদ্দীন শাহকে বিবাহ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । অভিনেতা শাহরুখ খান ও আমির খানও হিন্দু রমনীকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের স্ত্রীরা মুসলমান হয়ে যান । অভিনেতা সলমন খানের পিতা সেলিম খানও হিন্দু রমনীকে বিবাহ করেন । অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ও অভিনেত্রী হেমা মালিনীও একে অপরকে বিবাহ করে ইসলাম

৪৭) http//:www.quora.com
৪৮) http://balthakreyexposed.blogspot.in
৪৯) http//:www.islam-watch.org

ধর্ম গ্রহণ করেন । এর আগে ধর্মেন্দ্র বিবাহ করেছিলেন প্রকাশ কৌর নামক রমনীকে । ধর্মেন্দ্র হেমা মালিনীকে ২১ আগষ্ট ১৯৭৯ সালে ইসলামীক মিয়মানুযায়ী বিবাহ করেন । তাঁদের বিবাহের দেনমোহর ছিল ১১১,০০০ টাকা । ধর্মেন্দ্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর ইসলামী নাম হয় দেলাওয়ার খান এবং হেমা মালিনীর ইসলামী নাম হয় আয়েশা বি. আর. চক্রবর্তী । তাঁদের বিবাহ পড়ান মাওলানা কাজি আবু তালহা ফায়সালাবাদী ।[৫০]

বিখ্যাত গায়ক কিশোর কুমার অভিনেত্রী মধুবালাকে বিবাহ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । অভিনেতা পঙ্কজ কাপুর একজন বিখ্যাত ফিল্ম অভিনেতা এবং ফিল্ম নির্মাতা তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নীলিমা আযীম নামক মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করেন । তাঁদেরই পুত্র হলেন অভিনেতা শাহিদ কাপুর । তিনিও মুসলমান । বিখ্যাত ক্যারিওগ্রাফার সরোজ খান ছিলেন একজন সিন্ধী হিন্দু তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । তাহলে সংঘ পরিবারসহ আর. এস. এস, বজরং দলের ধ্বজাধারীরা কেন উপরিউক্ত ব্যাক্তি কাছে গিয়ে তাদেরকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে রুপান্তরিত করছে না ? কেন তাদেরকে 'পুর্বপুরুষদের ঘরে প্রত্যাবর্তনে'র আমন্ত্রন জানাচ্ছে না ? কারণ তারা জানে যে শিক্ষিত ব্যাক্তিরা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের মহিমা জেনেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন । তাদেরকে বোকা বানানো যাবে না । আর আগ্রার যেসব মানুষকে তারা ক্ষনিকের হিন্দু ধর্মে রুপান্তরিত করেছিল তারা মুর্খ খেটে খাওয়া মানুষ । তারা ধর্মের কিছুই বোঝে না । তাদের একদিন কাজ না করলে চুলোতে হাঁড়ি চাপে না এবং খেতে পায় না । তাদেরকে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড প্রভৃতি তৈরী করে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে এবং হিন্দু ধর্ম গ্রহণ না করলে দেশ থেকে তেড়ে দেবার ভয় দেখিয়ে জোর করে হিন্দু বানানো হয় । কিন্তু এই ধর্মের ধ্বজাধারীরা বলিউড অভিনেতা - অভিনেত্রীদের কাছে গিয়ে ও যেসব বিখ্যাত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবিদের কাছে যায় না । কারণ তারা জানে শিক্ষিত ব্যাক্তিদের কাছে গেলে তাদের কোন কাজই হবে না । আর সব থেকে বড় কথা হল যারা 'পুর্বপুরুষদের ঘরে প্রত্যাবর্তনে'র নাম করে মুসলামানদেরকে হিন্দু বানাতে চাইছে তাদের ঘরের মেয়েগুলোর স্বামীগুলোই মুসলমান । আগে নিজেদের মেয়ে-জামাইগুলোকে 'ঘরে প্রত্যাবর্তন' করুক তারপর অন্যদেরকে করবে ।

৫০) http://www.milligazatte.com/Archives/2004/16-30Jun04-Print-Edition/163006200433.htm

একটি চ্যালেঞ্জ

কোন ঐতিহাসিক, সাংবাদিক অথবা বুদ্ধিজীবি যদি কুরআন শরীফের আয়াত বা সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমান করে দিতে পারেন যে, সেখানে ইসলাম ধর্মকে তরবারির দ্বারা জবরদস্তি করে প্রচার করার নির্দেশ, উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাঁকে নগদ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করার প্রতিশ্রুতি রইল ।

ইতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
মোবাইল ঃ-+৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১/
+৯১ ৮৯২৬১৯৯৪১০
E-Mail-md.abdulalim1988@gmail.com

মূল্যবান উক্তি

১) "জগতে যত অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, ইসলামের প্রসারতা তার মধ্যে অন্যতম ।" (মানবেন্দ্রনাথ রায়)

২) "আমি হযরত মুহাম্মাদকে অধ্যায়ন করেছি । আমার বিশ্বাস, তাঁকে সমগ্র মানব জাতির ত্রানকর্তা বলাই কর্তব্য । আমি বিশ্বাস করি, যদি তাঁর মত কোন ব্যাক্তি অধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তবে তিনি এর সমস্যাগুলি এরুপভাবে সমাধান করতে পারতেন, যাতে বহু আকাঙ্খিত শান্তি ও সুখ অর্জিত হত । আমি ভবিষ্যৎবানী করছি, নবী মুহাম্মাদের ধর্ম আগামী দিনে পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করবে, যেমন আজকের ইউরোপ ইউরোপ তাঁকে মেনে নিতে শুরু করছে ।" (জর্জ বার্নাড শ')

৩) "আমি প্রশংসা করি ঈশ্বরের এবং আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে পবিত্র নবী এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি । কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানরা অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিল । মিথ্যা দেবতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তারা আরক্ত অনেক আত্মাকে । তাই নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন এক মহান ব্যাক্তি ।" (নেপোলিয়ান বোনাপার্ট)

৪) "ঐ সমস্ত মানুষ, যারা এ ভেবে উদ্বিগ্ন যে একদিন পরমানু অস্ত্র আরবদের হাতে চলে আসবে, তারা এটা উপলব্ধ করতে ব্যার্থ হয়েছে যে, ইসলামী বোমা ইতিমধ্যে হস্তগত হয়েছে । আর এটা সেদিনই, যেদিন মুহাম্মাদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন ।" (ডঃ জোশেফ এডাম পিয়ারসন)

৫) "Learning from the Muslim Europe become the leader of modern civilization……" অর্থাৎ মুসলিম শিক্ষার প্রভাবেই ইউরোপ অধুনিক সভ্যতার নেতা হতে পেরেছে ।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

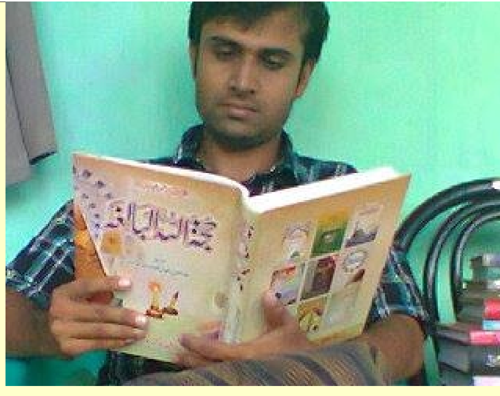
১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে। (অফ লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন/ অন লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন/ অন লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ। (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন। (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয়। (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান। (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ। (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী। (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা। (প্রকাশিতব্য)
১৩. আমরা সবাই তালিবান। (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী। (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের। (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন। (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত। (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক। (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:) (অন লাইন)
২২ বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি। (অন লাইন)
২৪) আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায় ।
(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9232609605
(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ।
(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম ।
(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট । মোবাইল - +91 9679897029
(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9734201012
(৮) মুহাম্মাদ অশিক ইকবাল (আবু ফাহিম), ময়ূরেশ্বর, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 7501879668
(৯) রাকিবুল ইসলাম খান, হরিনাজোল, বীরভূম ।
(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
মোবাইল - +91 7501879668
(১১) বক্তা হযরত মাওলানা আজাদুর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক দারুল উলুম পান্ডুয়া, হুগলী, মোবাইল - +91 9593589225
(১২) বক্তা হযরত মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক ঘুড়িসা মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9734281395
(১৩) মাওলানা সাউদ আলম, শিক্ষক বাগোলবাটী, ইলামবাজার মাদ্রাসা,
মোবাইল - +91 9933473560
(১৪) মুফতি নজরুল ইসলাম, ইমাম শিউড়ি পুলিশ লাইন মসজিদ ও সম্পাদক বানাত মিশন, শিউড়ি, মোবাইল - +91 9733054943
(১৫) আব্দুল মান্নান, ইলামবাজার, বীরভূম,
মোবাইল - +91 9153120353
(১৬) বক্তা বদরুল আলম, শিক্ষক মাদ্রাসা জলিলিয়া, মুর্শিদাবাদ ।



লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জন্ম ঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৮৮ । বীরভূম, শালজোড়, ভারত, (পশ্চিমবঙ্গ)

শিক্ষা ঃ গ্রামের প্রাইমেরি স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী/ ১৯৯২-১৯৯৭) । পরে লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (২০০৮) । এরপর দুমকার সিধু কানহু মুর্মু ইউনিভার্সিটি থেকে ভূগোলে অনার্সসহ গ্রাজুয়েশন । এর পর হরিয়ানার মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি থেকে বি. এড., (২০১২/২০১৩) ।

পেশা ঃ ইসলামিক বিষয়বস্তু ও বর্তমান পরিস্থিত নিয়ে লেখা ও বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় নিয়ে লেখা ।

শখ ঃ ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মের উপর পড়াশুনা করা, ক্রিকেট খেলা ও দেখা ।

প্রথম পুস্তক ঃ শিরক ও বিদ্‌আত সম্পর্কিত প্রথম পুস্তক ‘ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব’ বিদ্‌আতীদের হাঙ্গামায় ২০১০ সালে বন্ধ হয়ে যায় ।





Contact-
Ashik Iqubal
Mob- 7501879668
Ph. No-01776564817
email-
iqubal86@gmail.com
islamicdawahandedu@gmail.com
www.facebook.com/2014idea

Preaching authentic Islamic Knowledge in the light of our pious-predecessors

Address- Mayureswar, Birbhum-731218, W.B., India

Islamic Da'wah and Education Academy